শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার।

প্রকাশক

শ্রীরজনীকান্ত শেঠ প্রভৃতি গৌরভক্তগণ।

ভাঙ্গামোড়া, হুগলি।

গৌরাব্দ ৪২৯।

মূল্য চারি আনা

কলিকাতা—৪৭-১নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট,
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে
শ্রীঅধরচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ উপাসনা

শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ লিখিত।

বহু পুণ্য ও সাধনার ফলে মানুষের হৃদয়ে ভগবদ্বিশ্বাস উপজাত হয়। স্থূল-জগতে বিশ্বাসস্থাপন স্থূল ইন্দ্রিয়জ্ঞানসাপেক্ষ। কিন্তু দিব্যজ্ঞান ব্যতীত অজড় অতীন্দ্রিয় পদার্থে বিশ্বাস জন্মে না। এই নিমিত্ত নাস্তিকের হৃদয়ে ভগবদ্বিশ্বাস হয় না, তাঁহারা ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অসমর্থ। আর এক শ্রেণীর জ্ঞানাভিমানী আছেন তাঁহারা সন্দেহবাদী। শ্রীভগবান্ আছেন কিনা, ইহা তাঁহাদের সন্দেহের বিষয়।

আবার আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি নানা প্রকার যুক্তিতর্কের পরে কথঞ্চিৎ ভাবে বুঝিয়া লইয়াছেন, এক ব্রহ্ম আছেন, তিনি নিরাকার, চিৎস্বরূপ। ইঁহারা শ্রীভগবান্ মানেন না, শ্রীভগবানের তত্ত্বও বুঝেন না। আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্ম আছেন, তাঁহারা ব্রহ্মের ভগবত্তা স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহার অবতারত্ব বা সাকারত্ব বুঝিতে অসমর্থ; অর্থাৎ ইঁহারা ব্রহ্মের গুণাদি স্বীকার করেন, কিন্তু ব্রহ্মের বিগ্রহত্ব ইঁহাদের জ্ঞানের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হন না। ব্রহ্ম দয়াময় বটেন, সর্ব্বশক্তিমান্ বটেন, লোকশিক্ষকও বটেন, ইচ্ছাময়ও বটেন, কিন্তু জীবগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া জীবের মধ্যে স্বীয় রূপ প্রকটন করিতে পারেন না। আবার আর এক শ্রেণীর ভগবদ্বিশ্বাসী আছেন, তাঁহারা রামকৃষ্ণাদির ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভগবত্তা স্বীকারে অপারগ।

ব্রহ্মবাদ নিরসন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা স্থাপনের জন্য এ পর্য্যন্ত যথেষ্ট পর্য্যালোচনা হইয়াছে। তাহার ফলে অনেক নাস্তিক আস্তিক হইয়াছেন, অনেক ব্রাহ্ম হিন্দু হইয়াছেন, অনেক পাষণ্ড ভগবদ্ভক্ত হইয়া-

ছেন, অনেক ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু শ্রীগৌরাঙ্গচরণে দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন।

এই প্রবন্ধে আমরা নাস্তিক, পাষণ্ড, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম, শৈব, শাক্ত, সৌর গাণপত্য বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অপর বৈষ্ণবদিগের শ্রীগৌরাঙ্গে বিশ্বাসের কথা বলিব না। যাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত অথবা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ধ্যান পূজা অশাস্ত্রীয় বলিয়া মনে করেন—কেবল মনে করেন না, অন্যান্য লোক-দিগকেও এইরূপ উপদেশ প্রদান করেন, অথচ নিজকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রভু বা আচার্য্য বলিয়া স্বীয় গৌরবের ঘোষণা করেন, তাদৃশ ব্যক্তিদের সম্বন্ধেই আমাদের দুই একটী কথা বলিবার আছে।

১। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ধ্যান পূজা না থাকিলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীমদদ্বৈতাদি প্রভুদেরও পাদ্যাদি দ্বারা পূজা উঠিয়া যায়। অদ্বৈতবংশ্য বা নিত্যানন্দবংশীয় দুই একটী গোস্বামিমহোদয় এই মতের পোষক বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু অনেকেই ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না। কেন না, জগতের লোক শ্রীভগবানের সিংহাসনে বসাইয়া তোমার পূর্ব্বপুরুষের অর্চ্চনা করিতে প্রস্তুত, আর তুমি কি বলিবে যে আমার পিতার পূজা হইতে পারে না। এ কথা শুনিলে লোকে কুলের কেমন সন্তান বলিবে তাহা সহজেই বুঝিতে পার। সুতরাং নিত্যানন্দবংশ্য ও অদ্বৈতবংশ্য কোন বুদ্ধিমান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিই পঞ্চতত্ত্বের পূজা অস্বীকার করিতে পারেন না। বিশেষতঃ উহা লৌকিকী যুক্তির ও গৌড়ীয় গোস্বামিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ।

২। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রকটাবস্থার সময় হইতেই তাঁহার সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীবিগ্রহ পূজিত হইয়া আসিতেছেন। শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা শ্রীগৌরবিগ্রহের পূজা করেন যথা :—

আইলা নির্ভয় পদ, হইয়া সম্মুখে।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড অপরূপ বেশ দেখে॥
জিনিয়া কন্দর্প কোটি লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় কনকসুন্দর কলেবর॥

কিবা নখ কিবা মণি না পারে চিনিতে।
ত্রিভঙ্গ বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে॥

বলা বাহুল্য শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু যে উপাস্যরূপ সন্দর্শন করিয়াছিলেন, সে রূপ যে শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দরূপ নহেন, উঁহা যে শ্রীগৌরগোবিন্দ রূপ—শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের এই উক্তিই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। শ্রীগৌরগোবিন্দরূপই তাঁহার পূজার বিষয় হইয়াছিলেন, তিনি গোরাচাঁদের কনককান্তি শ্রীচরণ সরোজ সন্দর্শন করিতে করিতে সেই শ্রীচরণেই পূজোপহার প্রদান করিয়াছিলেন। সেই শ্রীমুখ ও শ্রীচরণ যে "ফুল্লেন্দীবরকান্তিত্বে" পরিণত হইয়া শ্রীল অদ্বৈতের বহির্দৃষ্টি বা মানসদৃষ্টি সমক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল, কুত্রাপি তাহার পরিচয় বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে তিনি যে কনককান্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং সেই কনককান্তির চরণমূলেই পূজোপহার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে, যথা—

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পরম হরিষে।
চৈতন্য চরণ পূজে অশেষ বিশেষে॥

প্রথমে চরণ ধুই সুবাসিত জলে।
শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপরে ঢালে॥

চন্দনে ডুবাই দিব তুলসী মঞ্জুরী।
অর্ঘ্যের সহিত দিলা চরণ উপরি॥

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের অর্চ্চনার সময় কনকসুন্দর শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণযুগল যে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, এবং তিনি যে শ্রীভগবানের এই প্রত্যক্ষ গৌর-প্রকাশ অগ্রাহ্য ও অনাদর করিয়া কনককান্তির পরিবর্ত্তে কৃষ্ণ কান্তির চিন্তা করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে কোনও যুক্তি প্রমাণ নাই। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর রূপের পূজা করিলেও ইঁহাকে তিনি কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন দেবতা বলিয়া মনে মনে করেন নাই। তিনি শ্রীগৌরগোবিন্দ মূর্ত্তিরই পূজা করিয়াছিলেন। তদনুসারে গোবিন্দ প্রণামের প্রাচীন শ্লোকই পাঠ করিয়া প্রণত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গে তিনি পরমতত্ত্বের অভিনব আবির্ভাব স্পষ্টতঃই বুঝিয়াছিলেন এবং সেইরূপ বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি কলিযুগের অভিনব উপাস্য দেবতাকে "শাস্ত্রদৃষ্টে পটলবিধানে" পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে :—

শাস্ত্রদৃষ্টে পূজা করে পটল বিধানে।

যদি পরমতত্ত্বের অভিনব আবির্ভাব-বিশেষ তাঁহা কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট না হইতেন, তবে তাঁহার পক্ষে শাস্ত্র পটল বিধানে দৃষ্টি করার প্রয়োজন হইত না।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগৌরকীর্ত্তন প্রচার করেন, যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে—

শুন ভাই সব এক কর সমবায়।
মুখ ভরি গাইব আমি শ্রীচৈতন্য তায়॥
আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাই।
সব অবতার সার চৈতন্য গোঁসাই॥

পাঠকগণ দেখুন শ্রীল অদ্বৈত এখানে স্পষ্টতঃই বলিতেছেন,—

"সব অবতার সার চৈতন্য গোঁসাই।"

কীর্ত্তনটীও শুনুন ঃ—

শ্রীগৌরাঙ্গ নারায়ণ করুণা সাগর।
দীন দুঃখিতের বন্ধু মোরে দয়া কর॥

তখন ঃ—

নব অবতারের নূতন পদ শুনি।
উল্লাসে বৈষ্ণব সব করে হরিধ্বনি॥

শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপ প্রবল প্রভাবে তাঁহার এই সকল ভক্তগণের হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন এই কথাগুলিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার প্রকট কালেই শ্রীমন্নরহরি, শ্রীমদ্ গৌরীদাস পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত, কাশীমিশ্র, কাশীশ্বর পণ্ডিত, রঘুনন্দন, ত্রিলোচন দাস, বাসুঘোষ, গদাধর দাস প্রভৃতি শ্রীশ্রীমহাভুর শ্রীবিগ্রহ পূজা করিতেন।

কৃষ্ণমিশ্র চরিতে সতীদেবী বলিতেছেন ঃ—

পণ্ডিত জগদানন্দ গৌর-ভক্তশূর।
কাশীমিশ্র নরহরি সরকার ঠাকুর॥
শ্রীরঘুনন্দন আর ত্রিলোচন দাস।
পুরুষোত্তম বাসুঘোষ আর কৃষ্ণদাস॥
পণ্ডিত গদাই আর দাস গদাধর।
শিবানন্দ বৈদ্য কর্ণপুর প্রেমাকর॥
এ সব মোহান্ত গৌর বিনা নাহি জানে।
তেঞি গৌরমন্ত্রে পূজে স্বতন্ত্র বিধানে॥
রুদ্র যামলোক্ত ধ্যান মন্ত্র অনুসারে।
বিধিমতে পূজয়ে গৌর বিশ্বম্ভরে॥

স্বয়ং শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াও শ্রীগৌরমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার ভজন-পরায়ণা ছিলেন। শিবানন্দ শ্রীগৌরগোপালমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন।

পরম পণ্ডিত সার্ব্বভৌমের কথাও শুনুন যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

সার্ব্বভৌম হয় প্রভুর ভক্ত একতান।
মহাপ্রভু বিনা সেব্য নাহি জানে আন॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য শচীসুত গৌরধাম।
এই ধ্যান, এই জপ এই লয় নাম॥

উড়িষ্যার স্থানে স্থানে এখনও রাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্রের স্থাপিত ও পূজিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। খেতুরীতে ঠাকুর নরোত্তম শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিযাছেন, এই সকল বিবরণ আমরা ক্রমশঃ বিস্তর প্রকাশ করিব।

শ্রীভগবান্ যখন যেরূপে আবির্ভূত হয়েন, তদ্ভক্তগণ তাঁহার সেই-রূপকেই নিত্য বলিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করেন। শাস্ত্র বলিতেছেন—

"যদাত্মিকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ।"

অর্থাৎ ভগবান্ যদাত্মক তাঁহার প্রকাশও তদাত্মক। শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দ, তাঁহার প্রকাশ সচ্চিদানন্দ। শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু যে "শ্রীগৌর ভগবান" সন্দর্শন করিয়া তাঁহার পূজা করেন, সে গৌররূপ নিত্যচিদানন্দ। এই নিত্য-চিদানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শত শত অবতারের বীজ, সুতরাং অবতারী। শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে ঃ—

"এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে।"

এইস্থলে শ্রীগৌরাঙ্গেরই গোকুলে জন্মত্ব পরিপঠিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মতে এই গৌরচন্দ্রকে নাগপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন করিয়া ছিলেন, যথা ঃ—

কোটি কোটি নাগবধূ সজলনয়নে।
কৃষ্ণ বলি স্তুতি করে দেখে বিদ্যমানে॥

যিনি স্বয়ং ভগবানের অংশ, তিনি পূর্ণতত্ত্ব নহেন, তিনি শ্রীভগবানের পূর্ণরূপ ধারণেও অসমর্থ। এই কথাটা অন্যরূপেও বলা যায়। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ যখন পূর্ণরূপে জগতে প্রকটিত হয়েন, তখন তাহাতে তাহার সকল রূপই পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু অংশে তাহা হয় না। শ্রীকৃষ্ণে মৎস্যাদি রূপ দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু মৎস্যাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণরূপ দৃষ্ট হইয়াছেন কিনা শুনিতে পাই নাই। যিনি পূর্ণ তাহাকে লোকে আংশিকভাবে দেখিতে পারে, অবার পূর্ণরূপেও দেখিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ সদাশিবরূপে ভক্তের নিকট প্রকাশিত হইতে পারেন, কিন্তু সদাশিব শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকাশিত হয়েন না ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। শ্রীল অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গ সন্দর্শনে যে স্তব করিতেছেন, শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে এখানে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ তুমি নারায়ণ।
তুমি মৎস্য তুমি কূর্ম্ম তুমি সনাতন॥
তুমি হে বরাহ, প্রভু তুমি হে বামন।
তুমি কর যুগে যুগে বেদের পালন॥
তুমি রক্ষঃ-কুলহন্তা জানকী জীবন।
তুমি গুহ-বরদাতা অহল্যা মোচন॥
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে তোমার অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমা বই নাহি আর॥

সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গে যে কেহ কেহ তদভিন্ন শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিতেন ইহা বিচিত্র নহে কিন্তু তথাপি তাঁহার গৌরত্ব তাঁহাদেরও দার্শনিক প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত হন নাই। কাজেই শ্রীগৌরাঙ্গের পৃথক্ ধ্যান অনিবার্য্য ও

অপরিহার্য্য। "অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং" পদ্যে যে কৃষ্ণ ও গৌর দুইটী বর্ণবাচি বিশেষণ আছে, তাহা ভগবানেরই স্বরূপ-প্রকাশক। শ্রীগৌর ভগবানের গৌররূপ মায়িক নহেন। সুতরাং গৌরমূর্ত্তির ধ্যান কে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কেহ কেহ কনকগৌর-মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া "ফুল্লেন্দীবর কান্তিং" ধ্যানে তাহার পূজা করেন' এরূপ "ফার্স" বা প্রহসন কেবল উপহাসাস্পদ নহে, ভগবদ্‌বিগ্রহের স্পষ্টতঃই অবমাননাজনক।

শ্রীল অদ্বৈত অঙ্গুলী উত্তোলন করিয়া শ্রীগৌরচরণকমল লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

এই তোর দুইখানি চরণ কমল।
ইহারি সে রসে গৌরীশঙ্কর বিহ্বল॥
এই সে চরণ রমা সেবে এক মনে।
ইহারি সে যশ গায় সহস্র বদনে॥
এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয় সদায়।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে ইহারি তত্ত্ব গায়॥

দয়াময় শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তের স্তবে প্রীত হইলেন তখন তিনি শ্রীঅদ্বৈতের মস্তকে চরণ তুলিয়া দিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে :—

সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত মাথায়॥
চরণ অর্পণ শিরে করিলা যখন।
জয়জয় মহাধ্বনি হইল তখন॥

প্রভু বলিলেন, অদ্বৈত বর লও। অদ্বৈত বলিলেন, প্রভু কৃতার্থ হইয়াছি, আর কি বর চাহিব। তখন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আপন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন :—

মাথা ঢুলাইয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তোমার নিমিত্ত আমি হইনু গোচর॥
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন পরচার।
মোর যশে নাচে যেন সকল সংসার॥
ব্রহ্ম ভব নারদাদি যারে তপ করে।
হেন ভক্তি বিলাইমু বলিল তোমারে॥

আরও শুনুন,—

নিরন্তর সবার মন্দিরে প্রভু যায়।
চতুর্ভুজ ষড়্ভুজাদি বিগ্রহ দেখায়॥
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ বামন নরসিংহ।
ভাগ্য অনুরূপ দেখে চরণের ভৃঙ্গ॥
কোনদিন উদ্ধব অক্রুর ভাব হয়।
কোনদিন রাম ভাবে মদিরা যাচয়॥
কোনদিন চতুর্ম্মুখ ভাবে বিশ্বম্ভর।
ব্রহ্মা স্তব পড়ি পড়ে বিশ্বের উপর॥
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্কর মূর্ত্তি দিব্য জটাধর॥

সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ যে সর্ব্বাবতারের বীজ ও সর্ব্বাবতারী তাঁহার লীলা পাঠে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। তিনি যে ষড়্ভুজমূর্ত্তি প্রকটন করিয়াছিলেন, শ্রীমন্নিত্যানন্দ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। সেই ষড়্ভুজমূর্ত্তি কিরূপ, শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কৃপায় এখনও পুরী-ধামে তাঁহার প্রতিচ্ছবি বর্ত্তমান। শ্রীরামমূর্ত্তি ও শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির পরিচয় শ্রীগৌরাঙ্গের এই আবির্ভাব-বিশেষে সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশিত। শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিও মহাবতারী শ্রীগৌররূপের অন্তর্নিবিষ্ট।

আবার চন্দ্রশেখরের আলয়ে তিনি রুক্মিণীরূপ দুর্গারূপ ও রাধারূপ প্রকাশ করেন। তাঁহার দেবমূর্ত্তির বিবরণ শ্রীচৈতন্যভাগবতে সর্ব্বশেষ বর্ণিত হইয়াছে।

আর এক দিনের কথাও শুনুন, একদিন গোপীভাবে নৃত্য করিয়া অদ্বৈত প্রমত্ত হইয়াছেন। মহাপ্রভু তাহা দেখিয়া উঁহার হাতে ধরিয়া লইয়া বিষ্ণুঘরে প্রবেশ করিলেন এবং অতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "অদ্বৈত তুমি কি চাও।" অদ্বৈত বলিতেছেন, যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে ঃ—

অদ্বৈত বোলয়ে "তুমি সর্ব্ববেদসার।
তোমারেই চাহো প্রভু কি চাহিব আর॥"
হাসি বোলে প্রভু "আমি এইত সাক্ষাৎ।
আর কি আমারে চাহ বোলহ আমাত॥"
অদ্বৈত বোলয়ে "প্রভু কহিলা সুসত্য।
এই তুমি প্রভু সর্ব্ব বেদান্তের তত্ত্ব॥
তথাপিহ বিভব দেখিতে কিছু চাই।"
প্রভু বলে "কি ইচ্ছা বোলহ মোর ঠাঁই॥"

শ্রীপাদ অদ্বৈত তখন ভগবদ্গীতোক্ত বিশ্বরূপমূর্ত্তি দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, বাঞ্ছাকল্পতরু তখনই শ্রীঅদ্বৈতের সেই বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

এই সকল লীলা দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে, শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ণতম তত্ত্ব। শ্রীগৌরবিগ্রহ মায়িক নহেন, ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য এইরূপ প্রকটন করেন। তাঁহার অংশ ও কণাসমূহও পাদ্যাদি দ্বারা পূজিত হয়েন, নৃসিংহ বামনাদির মন্ত্রপূজা আছে, আর এই সর্ব্ব-অবতারের বীজ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ ধ্যানমন্ত্র পূজার অনর্হ, এ কথা অজ্ঞ মূর্খের উক্তি ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজেই তাঁহার শ্রীগৌরমূর্ত্তির পূজা স্থাপন করিয়া

গিয়াছেন, প্রথমতঃ আমরা শ্রীপাদ গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রাপ্ত শ্রীমূর্ত্তির কথা পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি।

গৌরীদাস পণ্ডিত ব্রজলীলার সুবল সখা, কৃষ্ণগত প্রাণ। গৌরলীলার রসাস্বাদ করার জন্য ইনি গৌরীদাসরূপে অবতীর্ণ হয়েন। এক দিবস শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ইঁহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ যেমন গৌরীদাসের গৃহে প্রবেশ করিলেন, আর অমনি গৌরীদাস পণ্ডিত ঘরের দ্বার-সম্মুখে বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, এখন তোমাদিগকে আপন ঘরে পাইয়াছি, প্রাণ থাকিতে আর তোমাদিগকে কোথাও যাইতে দিব না। মহাপ্রভু পালাইবার পথ পাইলেন না, অবরুদ্ধ হইলেন। এখন উপায় কি? মহাপ্রভু এই স্থানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দমূর্ত্তি প্রকটন করিয়া গৌরীদাসের সেবার নিমিত্ত রাখিয়া যান। গৌরীদাসের তখন সেই শ্রীমূর্ত্তি ও স্বীয় মূর্ত্তির কোনও বিভিন্নতা জ্ঞান ছিল না। যাহা হউক, মহাপ্রভু নিজেই যে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির সেবার জন্য গৌরীদাসের প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে একটি প্রাচীন পদ আছে, যথা :—

ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী, গোরা নাচে ফিরি ফিরি,
নিত্যানন্দ বলে হরি হরি।
কান্দি গৌরীদাস বলে, পড়ি প্রভুর পদতলে,
কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী॥
আমার বচন রাখ, অম্বিকা নগরে থাক,
এক নিবেদন তুয়া পায়।
যদি ছাড়ি যাবে তুমি, নিশ্চয় মরিব আমি,
এই নিবেদন তুয়া ঠাঁয়॥
তোমরা যে দুটি ভাই, থাক মোর এই ঠাঞি,
তবে সবার হয় পরিত্রাণ।

পুন নিবেদন করি, না ছাড়িহ গৌরহরি,
তবে জানি পতিতপাবন ॥
প্রভু কহে গৌরীদাস, ছাড়হ এমন আশ,
প্রতিমূর্ত্তি সেবা করি দেখ।
তাহাতে আছিলা আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি,
সত্য মোর এই বাক্য রাখ ॥
কহে দীন কৃষ্ণদাস, চৈতন্য চরণে আশ,
দুই ভাই রহিল তথায়।
ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে, বন্দী হ'লো দুইজনে,
ভকত বৎসল তেঞী গায় ॥

যদি তাঁহার স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি পূজন তাঁহার অনভিপ্রেত হইত, তিনি কথনও শ্রীপাদ গৌরীদাসকে পূজনার্থ স্বীয় মূর্ত্তি প্রদান করিতেন না। আর যদি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান মন্ত্রে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি পূজা করাই তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তবে তিনি সেই গৌরমূর্ত্তিই বা রাখিয়া গেলেন কেন? শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি রাখিয়া গেলেই তো হইত?

শ্রীগৌরমূর্ত্তি স্বীকার করিলে তাঁহার পৃথক্ ধ্যান পৃথক্ মন্ত্র অবশ্যই মানিতে হয়। শ্রীগৌরমূর্ত্তি যদি স্বীকার কর, তবে সেই মূর্ত্তির ধ্যান অবশ্যই স্বীকার্য্য। যদি তাঁহার গৌরমূর্ত্তির ধ্যান না থাকে তবে এই মূর্ত্তি, অর্চ্চনার্থ গৌরীদাসকে তিনি প্রদান করিতেন কি? গৌরীদাস গৌরমূর্ত্তি পূজনের যে ভার পাইলেন, ইহা শ্রীগৌরাঙ্গের স্বয়ং আজ্ঞা, ইহা স্বয়ং শ্রীমুখেরই বিধি, ইহার উপরে আবার কথা কি?

ঐতিহ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, মহাপ্রভুর পার্ষদগণও তাঁহার শ্রীগৌর-বিগ্রহের ধ্যান মন্ত্রে পূজা করিতেন এবং এইরূপ উপাসনায় স্পষ্টতঃই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অনুমতি ছিল। আমরা ঐতিহ্য-প্রমাণের

আর বহুল বিস্তার করিব না। দুই একটী কথার উল্লেখ করিয়াই এ সম্বন্ধে অন্য কথা বলিব।

পাঠক মহোদয়গণের অবিদিত নহে যে, পণ্ডিত কাশীশ্বর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরকেই একমাত্র উপাস্য মনে করিতেন, তাঁহার শ্রীচরণ পূজাই তিনি সর্ব্ব-পুরুষার্থের সার বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহার শ্রীচরণ ছাড়িয়া আর কোথাও থাকিতে পারিতেন না।

এদিকে শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ভিন্ন শ্রীগৌরগোবিন্দের ভাব ব্রজবাসীদের হৃদয়ে উপস্থাপিত করা সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ যে "সদোপাস্য" ইহা মনে করিয়াও তিনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু এই শ্রীবিগ্রহের সেবাধিকারী কাহাকে নিযুক্ত করিবেন তাহার মীমাংসা সাব্যস্ত করিতে না পারিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে এ সম্বন্ধে পত্র লিখিলেন। পরম কারুণিক মহাপ্রভু পণ্ডিত কাশীশ্বরকে বলিলেন, শ্রীরূপ শ্রীগোবিন্দসেবা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেবাধিকারী কাহাকে করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। আমার মনে হইতেছে, তুমিই উপযুক্ত পাত্র। তুমি যাইয়া সেবাভার গ্রহণ কর।

কাশীশ্বর বলিলেন, আমি তোমার সেবা ফেলিয়া অন্য সেবা করিতে পারিব না। আমার মন কেবল তোমার বিগ্রহই অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। ইঁহাকে ছাড়িয়া আমি অন্য কোন বিগ্রহ সেবায় অসমর্থ। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বলিলেন, তোমার এই তো একমাত্র বাধা, আর তো কিছু নয়? কাশীশ্বর নীরব হইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, তোমার এ বিরহ আমি দূর করিতেছি। মহাপ্রভু এই বলিয়া সহসা তাঁহার সম্মুখে এক শ্রীগৌরগোবিন্দমূর্ত্তি প্রকটন করিয়া দিয়া বলিলেন, "এই লও কাশীশ্বর

আমার অভিন্ন মূর্ত্তি।” কাশীশ্বর অবনত মস্তকে অপরাধীর ন্যায় প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রভুর কথায় মস্তক কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া সলজ্জ ও সাশ্রুনয়নে প্রভুর হস্তের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, প্রভুর এক অভিন্ন কলেবর তাঁহার হস্তে বিরাজমান। কাশীশ্বর স্তম্ভিত হইলেন, মূর্চ্ছিত-প্রায় হইলেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিলেন, কাশীশ্বর ধর এই শ্রীগৌরগোবিন্দ মূর্ত্তি লইয়া তুমি শ্রীবৃন্দাবনে যাও। শ্রীরূপের মনের বাসনা পূর্ণ হইল। তিনি এই ভাবে ভাবিত হইয়াই আমার নিকট গোবিন্দসেবার অধিকারী চাহিয়া-ছিলেন। তাঁহার সে অভাব পূর্ণ হইল। তোমার বিরহও দূর হইল, তুমি আমাকে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাও, সেখানে আমার সেবা করিও।

পণ্ডিত কাশীশ্বর গ্রহাভিভূতের ন্যায় শ্রীগৌরগোবিন্দবিগ্রহ লইয়া গিয়া শ্রীরূপগোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। শ্রীরূপ সে শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া বিহ্বল বিস্মিতভাবে উচ্ছ্বসিত আনন্দে অশ্রুসিক্ত হইয়া বলিলেন, “ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণ-কারিন্, ভক্তের চিরসুহৃদ্, প্রাণের প্রত্যক্ষ দেবতা কৃপাময় সর্ব্বজ্ঞ, তুমি আমার মনের কথা চিরদিনই জান, তোমার উপাসনা আমার প্রাণের প্রধানতম আকাঙ্ক্ষা। তুমি তোমার ঐ শ্রীগৌররূপে আমার হৃদয় আলোকিত করিয়াছ, আকৃষ্ট করিয়াছ, অধিকার করিয়া লইয়াছ, আমি ধ্যানে ধ্যানে তোমায় ভাবিতেছিলাম, প্রাণে প্রাণে তোমায় চাহিতেছিলাম, মনে মনে তোমাকে ডাকিতেছিলাম, তুমি আমার হৃদয়ের দেবতা, তুমি নাথ সর্ব্বজ্ঞ, আমার প্রাণের কোন ভাবই তোমার অজানা নহে। আমার প্রাণ অহর্নিশ তোমায় চায়। তুমি দয়াময় শ্রীবিগ্রহ রূপে এসেছ, আমার প্রতি তোমার যে অসীম কৃপা তাহার পরিচয় দিয়েছ। তবে এস, মনের সাধে মন্দির প্রস্তুত করিয়াছি, শ্রীগোবিন্দদেব স্থাপন করিয়াছি, এস একবার শ্রীগৌর-রূপে শ্রীমন্দির আলোকিত কর। আমি তোমাকে ভাবিয়া তোমার নাম

করিয়া কত দিনযামিনী নয়নজলে পথে পথে পাগলের ন্যায় ছুটিয়াছি, নিশীথে সকল লোক ঘুমাইয়া পড়ে, আমার চক্ষে নিদ্রা নাই, আমি কেবল তোমাকে ভাবি আর নয়নজলে বক্ষ ভাসাইয়া বলি—

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং,
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীলাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্নো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং,
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, আজ তুমি দেখা দিয়াছ, তবে এস, তোমার আদেশে তোমার দাস তোমার সেবার জন্য যে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে, চল একবার সেই শ্রীমন্দিরে চল।"

এই বলিয়া শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভৃতি গোস্বামিগণ শ্রীগৌরনামকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দিরে শ্রীগোবিন্দদেবের দক্ষিণে শ্রীগৌরগোবিন্দমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পণ্ডিত কাশীশ্বর দুই শ্রীবিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। শ্রীরূপগোস্বামীর মনোবাঞ্ছা এইরূপে শ্রীগৌর-ভগবান্ পূর্ণ করিলেন। স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীহস্তে শ্রীকাশীশ্বরকে নিজের মূর্ত্তি দিয়া তাঁহার পূজা করিতে অনুমতি করিলেন।

শ্রীখণ্ডে শ্রীমন্নরহরি ঠাকুর মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরবিগ্রহের অর্চ্চন সম্বন্ধে কাহারও অবিদিত নাই। নবদ্বীপে স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিতেন, ইহার পরে আর কথা কি? এ সকলই শ্রীমহাপ্রভুর অনুমোদিত।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটের পরে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু গৌড়দেশে বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচার করেন। ইনি মহাপ্রভুর প্রিয়-পার্ষদ শ্রীপাদ গোপাল ভট্টের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং শ্রীজীব ইঁহার শিক্ষাগুরু। শ্রীজীব গোস্বামীর রচিত গ্রন্থ ইনি শ্রীজীবের নিকটে অধ্যয়ন করেন, ভজনরীতি ও উপাসনা

প্রণালী সম্বন্ধেও তাহারই নিকটে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীল নরোত্তম ইঁহার অন্তরঙ্গ সহচর। তিনিও শ্রীবৃন্দাবনের জগদারাধ্য গোস্বামিগণের চরণান্তিকে সুদীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া গোস্বামিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ভজন মুদ্রার উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। এই নরোত্তম শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই খেতুরীতে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-মূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। এই ব্যাপারে অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু। এই শ্রীবিগ্রহ স্থাপনরূপ মহা মহোৎসবে শ্রীজাহ্নবা গোস্বামিনী, শ্রীমন্নিত্যানন্দনন্দন বীরভদ্র, শ্রীমদ্ অদ্বৈততনয় কৃষ্ণমিশ্র, শ্রীখণ্ডের শ্রীল রঘুনন্দন প্রভৃতি গৌরভক্ত মাত্রেই যোগদান করিয়াছিলেন, এখনও শ্রীপাঠ খেতুরীতে শ্রীগৌর-বিষ্ণু-প্রিয়া পূজিত হইতেছেন।

ফলতঃ এই সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই শ্রীগৌর-অর্চ্চনা করা একান্ত কর্ত্তব্য মনে করিতেন। তখনও বৈষ্ণবগণের হৃদয় ছিল, তখনও বৈষ্ণবগণের প্রাণ ছিল, তখনও বৈষ্ণবগণের প্রাণে বল ও সজীবতা ছিল, তখনও বৈষ্ণবসমাজ পণ্ডিতশূন্য হন নাই, তখনও গৌরবিদ্বেষসূচক কোন কথা শুনিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সিংহবিক্রমে তাহার প্রতিবাদ করিতেন, বিদ্বেষী-দিগের অশাস্ত্রীয় অযৌক্তিক উক্তি বৃহস্পতির পাণ্ডিত্যগৌরবে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিতেন। গৌড়ীয় পণ্ডিতগণের শেষ ভাস্কর শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যা-ভূষণের অন্তর্দ্ধানের পরে এদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পণ্ডিতের প্রভাবও একরূপ অস্তমিত হইয়া পড়ে, স্মার্ত্ত প্রভাব বাড়িয়া উঠে। এমন কি গোস্বামীদের মধ্যেও এই স্মার্ত্ত প্রভাব বলবান্ হইয়া উঠে। অন্য কথা দূরে থাকুক বৈষ্ণব-ব্রতোপবাস নির্ণয়েও হরিভক্তিবিলাসের ব্যবস্থা অনাদৃত হইতে আরব্ধ হয়।

গোস্বামীরা নিজেদের মধ্যে সুপণ্ডিত অতি বিরল দেখিয়া স্মার্ত্ত পণ্ডিত-দের নিকটেই অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তাঁহাদের আলাপে, তাঁহাদের গাত্র

সংস্পর্শে, তাঁহাদের নিশ্বাসে এবং তাঁহাদের জ্ঞানোচ্ছিষ্ট-ভোজনে, তাঁহাদের ভাবই তথাকথিত বৈষ্ণব পণ্ডিতদিগের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া উঠে। এই অবস্থায় বৈষ্ণব-স্মৃতির অনাদর, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের প্রতি অবজ্ঞা, এমন কি "সদোপাস্য" শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ-অর্চ্চনার প্রতি স্থানে স্থানে যে অনাদর হইবে, ইহা অস্বাভাবিক নহে। সুখের বিষয় এই যে, অধুনা এ স্রোতে প্রবল বাধা পড়িয়াছে। প্রবলতর বৈষ্ণব-পণ্ডিতগণের ক্রমেই অভ্যুদয় পরিলক্ষিত হইতেছে, বেদ বেদান্ত আদি করিয়া সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রই এখন অনুসন্ধানশীল শ্রীগৌরভক্ত পণ্ডিতগণের আলোচন আন্দোলনের বিষয়ীভূত হইয়া উঠিতেছে এবং এই সকল শাস্ত্রের মধ্য হইতে শ্রীগৌর-উপাসনার বিমল জ্যোতিঃ আবার নব উষার কনকরাগে বিদ্বৎসমাজে বিকীর্ণ হইতেছে। রাজা মহারাজ ও সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর জনসাধারণের সহিত বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভুবনবিজয়ী বৈষ্ণব জয়পতাকা আবার উড্ডীন হইতেছে।

ঐতিহ্য-প্রমাণে সুস্পষ্টতঃই সুপ্রতিপন্ন হইয়াছে যে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রকট লীলাতেই তাঁহার সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্তির ও তাঁহার প্রতিমার পৃথক্ মন্ত্রাদিতে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা হইয়াছে। ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে, এইরূপ পূজায় তাঁহার সম্মতি ছিল। হরিভক্তিবিলাসের বহু স্থানেই শ্রীভগবদুপাসনার বিধান সম্বন্ধে "যথাসম্প্রদায়ং" শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। সপ্তম বিলাসের কারিকায় স্পষ্টতঃই লিখিত হইয়াছে—

এবং যদ্ধ্যানপূজাদিরেকান্তিভ্যঃ প্ররোচতে।
কৃষ্ণায় রোচতেঽত্যান্তং তদেব চ সতাং মতম্॥

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন:—

নম্বেবং তন্ত্রোক্তাতিক্রমেণ স্বচ্ছন্দপূজাবিধিরয়ং শাস্ত্রপরাণাং সতাং সম্মতঃ কথং স্যাৎ? তত্র লিখতি এবমিতি:—ধ্যানপূজাদৌ বিধায় যদে-

কান্তিভ্যঃ প্রকর্ষেণ রোচতে তদেব কৃষ্ণায় ভগবতে-হত্যন্তং রোচতে, অতঃ সতাং তদেব সম্মতমিত্যর্থঃ। তদেব প্রমাণয়তি তান্যেবেতি।

ইহার মর্ম্ম এই যে, ধ্যান পূজাদি সম্বন্ধে একান্তিভক্তের নিকট যাহা সবিশেষ রুচিজনক, শ্রীকৃষ্ণের নিকটেও তাহাই রুচিজনক এবং ইহাই সাধুজন সম্মত।

এই কারিকার শাস্ত্র-প্রমাণ-নিমিত্ত পূজ্যপাদ শ্রীগ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের শ্রীকর্দ্দম-স্তুতি হইতে একটী পদ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্‌যথা :—

তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব।
যানি যানি চ রোচন্তে স্বজনানামরূপিণঃ॥

ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—

"হে ভগবন্! তব রূপাণি অবতারাঃ চতুর্ভুজত্বাদি দ্বিভুজত্বাদ্যাকারা বা শুক্লকৃষ্ণাদির্বর্ণা বা সৌন্দর্য্যাণি বা স্বজননামেকান্তভক্তানাং তেভ্য যানি যানি রোচন্তে তান্যেব তে তব অভিরূপাণি যোগ্যানীত্যর্থঃ। পরমভক্ত-বাৎসল্যভরাৎ, যদ্বা সম্মতানীত্যর্থঃ। যদ্বা তান্যেব রূপাণি তে তুভ্যং রোচতে যতঃ অভিরূপাণি তান্যেব পরমমনোহরাণি। এবমেকান্তিভ্যো যদ্ রোচতে তদেব ভগবতে রোচতে ইতি সিদ্ধম্।"

এই টীকার প্রারম্ভে চতুর্ভুজত্ব দ্বিভুজত্বাদি ভিন্ন ভিন্ন আকারের কথা এবং শুক্লকৃষ্ণাদি রূপের কথা বলা হইয়াছে। "কৃষ্ণাদি" পদের "আদি" শব্দ দ্বারা পীতরূপ যে অবশ্য গ্রাহ্য তৎপক্ষে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। শ্রীপাদ শ্রীরূপের "সদোপাস্য শ্রীমান্ শ্রীগৌরসুন্দর।" এই শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীগৌরমূর্ত্তির ধ্যান পূজাদি যে হরিভক্তিবিলাসের অতীব সুসম্মত, এখন আর তাহার দ্বিতীয় প্রমাণের প্রয়োজন বিন্দুমাত্রও রহিল না। এ বিষয়ে নিতান্ত অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারো হৃদয়ে সন্দেহের লেশমাত্রও

থাকিতে পারে না। সুতরাং শ্রীগৌর-বিগ্রহের অর্চ্চনা যে সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্র ও শিষ্টসম্মত তৎসম্বন্ধে আর অধিক বিবৃতির প্রয়োজন নাই।

এখন কথা এই যে, মন্ত্রযোগে পূজা করা শাস্ত্রীয় বিধান। শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরমূর্ত্তি প্রকটন করিয়া ভক্তগণের চিত্ত-বিনোদন করেন। এই শ্রীগৌরমূর্ত্তি মায়িক নহেন, ইনি সনাতনী ও শাশ্বতী। শ্রীগৌররূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিরাজিত। কোন কোন ভক্ত তাঁহাকে কেবল শ্রীকৃষ্ণরূপেই দর্শন করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্থলে নাগবধূ প্রভৃতির কথা শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু ভক্তবিশেষের এইরূপ কৃষ্ণত্বদর্শন তাঁহার গৌর-কান্তিত্বের প্রতিষেধক নহে। ভক্তগণ আপন আপন নিষ্ঠানুসারে মহাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরচন্দ্রে কৃষ্ণরূপ, রামরূপ, বরাহরূপ প্রভৃতি দর্শন করিতেন। ইহাতে তাঁহার মহাবতারিত্বই সূচিত হইতেছে।

কিন্তু গৌরতেজঃ-সম্মিলন ব্যতিরিক্ত শুদ্ধ শ্যামতেজ উপাস্য নহেন, প্রত্যুত সে ভাবের উপাসনায় পাতকী হইতে হয়, ইহাই শাস্ত্রীয় অনুশাসন। যথা সম্মোহন তন্ত্রোক্ত প্রমাণ :—

গৌরতেজো বিনা যস্তু শ্যামতেজঃ সমর্চ্চয়েৎ
জপেদ্বা ধ্যায়তে বাপি স ভবেৎ পাতকী শিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের বিশুদ্ধ রসদীপিকাটীকাতে "অনয়ারাধিতো নূনং" শ্লোকের ব্যাখ্যাতেও সম্মোহন তন্ত্রোক্ত এই প্রমাণটী বিধৃত হইয়াছে।

শ্রীগৌরবিগ্রহ-উপাসনায় সম্মোহন তন্ত্রোক্ত এই শিববাক্যের পূর্ণ সার্থকতাই পরিলক্ষিত হয়। ইহা হইতেই সংশয়বাদীরা শ্রীপাদ শ্রীজীবকৃত "অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরম্" শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন।

এখন কথা হইতেছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানের মন্ত্র কোথায়? এ বিচার বিশেষরূপেই করা হইবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অপরাপর কথা বলিবার পূর্ব্বে এখানে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন কি বলিয়াছেন

তাহারই উল্লেখ করা সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজনীয়। ৫ম বিলাসের ১৫০ অঙ্ক-ধৃত শ্লোক-টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন ঃ—

"তথা মন্ত্রস্যাপি প্রায়ো নামবিশেষত্বেন পরমং ভগবদ্রূপত্বমেব। অতো ভগবৎপ্রাদুর্ভাবেন মন্ত্রস্যাপি প্রাদুর্ভাবো নূনং বৃত্ত এব।"

দেবতা স্বীকার করিতে হইলেই মন্ত্র স্বীকার করিতে হয়, আবার মন্ত্র স্বীকার করিতে হইলেও দেবতা স্বীকার করিতে হয়। ঋগ্ ভাষ্যে শ্রীমৎ সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"যা তেনোচ্যতে সা দেবতা।"

অর্থাৎ যে মন্ত্রের দ্বারা যে কোন বস্তুর উপাসনা বা ব্যবহার বোধিত হয়, তাহাই সে মন্ত্রের দেবতা। এই লক্ষণানুসারে উদুখল, মুষল, ধান্য, চর্ম্ম প্রভৃতিও দেবতা।

মন্ত্র ও শ্রীভগবানের অভেদত্ব সম্বন্ধে শ্রীপাদ সনাতন শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের টীকায় যে সারগর্ভ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতঃপরে আলোচিত হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ-অর্চ্চনা গৌড়ীয় বিদ্বদ্ভক্ত-সমাজে চিরপ্রসিদ্ধ। উৎকলে সর্ব্বত্রই শ্রীগৌরপ্রতিমা অর্চ্চিত হয়েন,—সর্ব্বত্রই শ্রীগৌররূপের ধ্যান ও মন্ত্র স্বীকৃত। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীগৌরার্চ্চনের বিরোধী নগণ্য দুই একটী ব্যক্তি শাস্ত্রমর্ম্ম না বুঝিয়া পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলিতে প্রয়াসী হয়। পূর্ব্বে এরূপ কথা একবারেই শুনা যাইত না। উড়িষ্যার বহু স্থানে শ্রীগৌরমূর্ত্তির উপাসনা হয়। বিশ্বকোষ-সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় তাঁহার কৃত ময়ূরভঞ্জের প্রত্নতত্ত্ব নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রধানতম অবতাররূপে কোটি কোটি লোক দ্বারা পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এই অঞ্চলের লোকেরা ইঁহাকে স্বয়ং জগন্নাথ বলিয়াই পূজা করেন। এই অঞ্চলে প্রধান পল্লীমাত্রেই দধিবামন ও

জগন্নাথদেবের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গদেব পূজিত হইয়া থাকেন। সর্ব্বত্রই সায়াহ্নে সন্ধ্যায় তাঁহার নামকীর্ত্তন হয়। প্রতাপপুর গ্রামে মহারাজ প্রতাপরুদ্র-প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্ত্তি এখনও বিরাজমান। এই শ্রীমূর্ত্তি নিম্বকাষ্ঠ নির্ম্মিত। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের অনুকরণে দেশের লোকমাত্রই শ্রীগৌরাঙ্গের অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, এখন সর্ব্বত্রই শ্রীগৌরাঙ্গের অর্চ্চনা দেখিতে পাওয়া যায়। *

উড়িষ্যায় শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহের অর্চ্চনার বহুল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিদ্বৎ-শিরোমণি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, মহারাজ প্রতাপরুদ্র, শ্রীরায় রামানন্দ প্রভৃতি মহানুভবগণ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকটকালেই কনককান্তি শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহের অর্চ্চনা করিতেন এবং প্রতাপরুদ্রের অনুসরণে উড়িষ্যার সর্ব্বত্রই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ অর্চ্চনা প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য ইহারা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে শ্রীগৌরাঙ্গ অর্চ্চনা করেন নাই। শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিগ্রহই মহাবিদ্বৎ-শিরোমণি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ধ্যানের বিষয় হইয়াছিলেন, এই নামই তিনি জপ করিতেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

সার্ব্বভৌম হয় প্রভুর ভক্ত এক তান।
মহাপ্রভু বিনা সেব্য নাহি জানে আন॥

---

* Here the memory of Sri Chaitanya, the founder of this faith, is cherished with the greatest reverence by millions, who consider him to have been the greatest incarnation or Avatar of God and identical with Jagannath, the presiding deity of the province. Here in every important village, the image of Sri Chaitanya is worshipped along with that of Jagannath and Dadhibamana. Every evening His name is chanted. . . . In our report on Pratappur we have already stated that in that village Maharaj Prataprudra Deva had an image of Sri Chaitanya made of nim wood. This example set by the king, was soon followed by the people and now there is scarcely an important village in Orissa that has not the image Sri Chaitanya for its worship.—Archæological Survey of Mayurbhanja.

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান এই জপ এই লয় নাম॥

কাশীধামের পরম বিদ্বৎশিরোমণি প্রকাশানন্দের‌ও এইরূপ নিষ্ঠা। যথা, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ঃ—

শ্রবণ-মনন-সঙ্কীর্ত্ত্যাদিভক্ত্যা মুরারে
র্যদি পরমপুমর্থং সাধয়েৎ কোঽপি ভদ্রম্।
মম তু পরমপার-প্রেম-পীযূষ-সিন্ধোঃ,
কিমপি রস-রহস্যং গৌরধাম্নো নমস্যম্।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রকটকালেই তচ্চরণানুরাগী নিষ্ঠাবান্ পরম বিদ্বৎশিরোমণি মহানুভবগণ তদীয় শ্রীগৌর-মূর্ত্তির অর্চ্চন-ভজন সর্ব্বস্ব বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এতদালোচনায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামি-মহোদয় হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের টীকায় ভাগবতের একটী শ্লোক-ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

"ধ্যান পূজাদৌ যদেকান্তিভ্যঃ প্রকর্ষেণ প্ররোচতে, তদেব কৃষ্ণায় ভগবতেঽত্যন্তং রোচতে। অতঃ সতাং তদেব সম্মতমিত্যর্থঃ।"

শ্রীপাদ সনাতন আর‌ও লিখিয়াছেন্,—

"অত্র বহূনাং সতাং যন্মতং, তদেব স্ব-সম্প্রদায়ানুসারেণ গ্রাহ্যমিতি দিক্।"

ঐতিহ্য-প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টতঃই সপ্রমাণ হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান হইতে পৃথক্ ধ্যানে শ্রীগৌরাঙ্গ অর্চ্চনা,—এই সম্প্রদায়ের পরম বিদ্বৎ-শিরোমণিগণের অভিপ্রায়, সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পক্ষে এই ব্যবস্থা যে সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য, তৎপক্ষে কাহার‌ও সন্দেহ থাকিতে পারে না। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দ্রষ্টব্য।

১। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান্।

২। ইনি রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ।

৩ সুতরাং ইঁহার অর্চ্চনা পৃথক্, ইঁহার ধ্যানও অবশ্যই পৃথক্।

৪। নবধা ভক্তির মধ্যে অর্চ্চনাও একতম। সুতরাং এই শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনা অবশ্য কর্ত্তব্য। নচেৎ শ্রীভাগবতানুশাসনে পতন অনিবার্য্য।

৫। অর্চ্চনা করিতে হইলেই ধ্যান ও মন্ত্রের প্রয়োজন।

৬। অনন্তসংহিতা, ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্র ও ঈশানসংহিতায় এবং শ্রীমন্নরহরি ঠাকুরের ভক্তিপটলচন্দ্রিকায় এই সকল বিষয় দ্রষ্টব্য।

এ সম্বন্ধে অতঃপরে সবিশেষ আলোচনা করা হইবে। এ স্থলে মন্ত্র সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ মন্তব্য অগ্রে পাঠক মহোদয়গণের নিকট উপস্থাপিত করা যাইতেছে।

বৈয়াকরণগণ বলেন :—"মন্ত্র্যতে গুপ্তং পরিভাষ্যতে" এই অর্থে মন্ত্রি (গুপ্তভাষণে) এই ধাতুর উত্তরে ঘঞ প্রত্যয় করিয়া "মন্ত্র" পদ সিদ্ধ হয়, অথবা "মন্ত্রয়তে গুপ্তং ভাষয়তে" এইরূপ অর্থে মন্ত্রি ধাতুর উত্তরে অচ্ প্রত্যয় করিয়াও "মন্ত্র" পদ নিষ্পন্ন হয়। এই প্রকার ব্যুৎপাদনে বেদসংহিতার মন্ত্র-ভাগই সাধারণতঃ বুঝা যায়।

নিরুক্তকার যাস্ক বলেন :—মননাৎ মন্ত্রাঃ। ৭,৩,৬।

দুর্গসিংহ ইহার বৃত্তি করিয়া বলেন, "তেভ্যঃ হি অধ্যাত্মাধিদৈবাদি-যজ্ঞাদি-মন্তারো মন্যন্তে তদেষাং মন্ত্রত্বম্।"

যাস্কের নিরুক্তি ও দুর্গসিংহের বৃত্তির আলোচনায় জানা যায়—

"মননহেতু মন্ত্রঃ।"

সুতরাং মনন-হেতুই মন্ত্র পদ সিদ্ধ এই লক্ষণ নিরুক্ত-সম্মত। কিন্তু ঋগ্বেদের ভাষ্যভূমিকায় সায়ণাচার্য্য এই মন্ত্র-লক্ষণের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন "যদি বল যে মনন-হেতুত্ব নিবন্ধনই ইহাকে মন্ত্র বলা যায়, তাহা হইলে কেবল বেদ-সংহিতাতেই মন্ত্রত্ব স্বীকৃত ও সীমাবদ্ধ হয়, ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ইহার অতিব্যাপ্তি ঘটে।"

অথর্ব্ববেদে দেখিতে পাওয়া যায় :—

"অহেবুধিয়মন্ত্রং মে গোপায় যমৃক্ষয়স্ত্রয়ীবিদা বিদুঃ, ঋচ্ সামানি যজুংষি ইতি।—২,১,৭।—অথর্ব্ববেদ।

মীমাংসাদর্শনকার জৈমিনি বলেন—

"তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা।"—মীমাংসাদর্শন ২,১,৩২ সূত্র।

শবর স্বামী ইহার ভাষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

"কথং লক্ষণোমন্ত্রঃ ইতি, তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা, অভিধানস্য চোদেকেষ্বেবং-জাতীয়কেষু অভিযুক্তা উপদিশন্তি, মন্ত্রানধীমহে, মন্ত্রানধ্যাপয়ামঃ, মন্ত্রা বর্ত্তন্তে।"

শবর স্বামী বলেন, মন্ত্রের এই লক্ষণ পূর্ণ লক্ষণ নহে, প্রায়িক মাত্র। কেননা, সকল মন্ত্রই অভিধায়ক নহে। কোন কোন স্থানে অনভিধায়ক বাক্যও মন্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে যেমন—

"বসন্তায় কপিঞ্জলান্ আলভেত।"

তথাপি লক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। কেননা—

"ঋষয়োঽপি পদার্থানাং নান্তং যান্তি পৃথক্কশঃ।
লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যান্তি বিপশ্চিতঃ॥"

যাহা হউক, মীমাংসাদর্শনের লক্ষণটী প্রায়িক হইলেও ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে "বিহিতার্থাভিধায়কই মীমাংসাদর্শনানুসারে,—মন্ত্র।"

মন্ত্র,—মননের সাধন। যাস্ক বলেন :—"যৎকাম ঋষির্যস্যাং দেবতায়ামর্থা-পত্যমিচ্ছন্ স্তুতিং প্রযুঙ্ক্তে তদ্দৈবত স মন্ত্রো ভবতি।"—নিরুক্ত ৭,১,১।

"মনন-হেতু মন্ত্র" ইহা যাস্কোক্ত লক্ষণ। আবার "অভিযুক্তের উপদিষ্টই মন্ত্র" ইহা জৈমিনির লক্ষণ। যাস্কক্বত মন্ত্র-লক্ষণ—বাক্যপর; জৈমিনিকৃত মন্ত্র-লক্ষণ গ্রন্থপর। সুতরাং জৈমিনি-মতে বৈদিক সংহিতাগুলি মন্ত্রগ্রন্থ বলিয়া অভিহিত।

আমরা মন্ত্র সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি তাহাতে উভয় লক্ষণই ধর্ত্তব্য। তবে জৈমিনির মতে কেবল বৈদিক সংহিতাগুলিকেই মন্ত্র বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া লইলে আমাদের ধর্ত্তব্য অর্থের সঙ্কোচ হয়,—প্রভেদ কেবল এই মাত্র।

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার।

-০ঃ*ঃ০-

যখন বলয়ে মন আমার। কেন গৌর ভজ কি গুণ তাঁর॥
গৌর ত মানুষ বামুন বেটা। ভগবান রূপে ভজয়ে কেটা॥
অবতার মহিমা কি আছয়। দেখাও তব যদি সাধ্য হয়॥
তখন বলি যে আপনা মনে। তবে শুন মন ভজি বা কেনে॥
অবতার তাঁরে কেন বা বলি। বলিব আরও তাঁর গুণাবলি॥
গৌরাঙ্গ যদ্যপি মানুষ হয়। তবে কেন বহুমন মজায়॥
দিগ্বিজয়ী বহু পণ্ডিতগণ। গৌরাঙ্গ ভজয়ে কিবা কারণ॥
গৌরনামে কেন অনেকে মাতে রাজা ও মন্ত্রী কাঙ্গাল পথে॥
সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হয়। গৌর লাগি তাঁরা সকল সয়॥
গৌর অবতার হৈবার কথা। শাস্ত্রতে কেন আছয়ে গাঁথা॥
যদি বল ভাই কোথায় আছে। তবে শুন বলি তোমার কাছে॥ *
ভাগবত শাস্ত্রে দুই প্রমাণ। প্রমাণ দিতেছি বহু পুরাণ॥
নৃসিংহ ভবিষ্য পদ্মপুরাণ। কূর্ম্মপুরাণ দেবী ও বামন॥
শিব পুরাণেও আছে প্রমাণ। দেখিতে পার তা করি সন্ধান॥
বিষ্ণু বরাহ আর মার্কণ্ডেয়। এসব পুরাণেও আছয়ে জ্ঞেয়॥
নৃসিংহ ভবিষ্যে দুই দুই শ্লোক। মহাভারতে এক পাইবে লোক॥
অনন্ত সংহিতায় কয়েক আছে। দেখাইতে পারি তোমার কাছে॥

* শাস্ত্র প্রমাণ শ্লোকাবলী পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। পাঠক মহাশয় দেখিয়া লইবেন।

অনেক তন্ত্রেও প্রমাণ পাই। সে কথা সংক্ষেপে বলিয়া যাই ॥
কুলার্ণব তন্ত্র নাম ঈশান। ঊর্দ্ধাম্নায় যে তন্ত্রের নাম ॥
ও রুদ্রযামল এ তন্ত্র তিনে। গৌর মন্ত্রাদি দেখ কাজ কি শুনে ॥
বিশ্বসার তন্ত্র ব্রহ্মযামল। এতেও প্রমাণ পাইবে সকল ॥
মূল গ্রন্থ সব কর অন্বেষণ। সত্য কি না দেখ এসব বচন ॥
অথর্ব্ববেদেও প্রমাণ দেখি। সন্দেহ মিটায়ে হও হে সুখী ॥
বিশ্বম্ভর নাম গৌরের হয়। গণৎকার সে নাম রাখয় ॥
কোন অবতারে এ নাম রাখে না। তাহা সকলের আছয়ে জানা
অথর্ব্ববেদে তা আছয়ে শুনি। বিশ্বম্ভর মন্ত্র গায়ত্রী যিনি ॥
অথর্ব্ববেদে ঐ আছয়ে যাহা। গৌর অবতারের মন্ত্র তাহা ॥
মহাপ্রভু নাম কোন অবতারে। বল দেখি ভাই শ্রীবিষ্ণু ধরে ॥
গৌর অবতারে ইহা ত দেখি। বেদে আছে উহা জানিয়া সুখী
"মহাপ্রভু" বলি গৌরকে ডাকে। এ কথা জানয়ে সকল লোকে ॥
গোস্বামি-গ্রন্থ অনেক রয়। তাহাতে যদ্যপি বিশ্বাস নয় ॥
গীতা গ্রন্থখানি মানিবে তুমি। তাঁর কথা কিছু বলিব আমি ॥
ধর্ম্মগ্লানি হ'লে হবেন উদয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ইহা ত কয় ॥
যখন গৌরাঙ্গ উদয় হৈল ॥ এ ভারতবর্ষ কেমন রৈল ॥
যবন রাজ্যের দীর্ঘ শাসনে। ধর্ম্মভাব ছিল না হিন্দুর মনে ॥
ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইল সবে। অল্প মাত্র সাধু রৈলা নীরবে ॥
অরাজক প্রায় সকল দেশ। ধর্ম্মের দুর্গতি হ'ল বিশেষ ॥
কত ধর্ম্ম গ্রন্থ বিগ্রহ আদি। যবনে নষ্ট কৈল নিরবধি ॥
দস্যু ভয়াদি সে সর্ব্বদাই। তখন কোথাও শান্তি নাই ॥
ধর্ম্মগ্লানির বাকী না রৈল। তবে অবতার গৌরাঙ্গ হৈল ॥
সাধু পরিত্রাণ দুষ্কৃতিনাশ। করি কৈলা ধর্ম্মস্থাপন আশ ॥

বিবিধ প্রকারে করিলা তাহা। অবতারগণ করেন যাহা॥
রকমের কিছু অন্যথা হয়। এবার যে আইলা শ্রীপ্রেমময়॥
জগাই মাধাই উদ্ধার কথা। নারোজী উদ্ধার জান না কি ভ্রাতা
বাঙ্গালী হইয়া গৌরাঙ্গতত্ত্ব। না জানিয়া কেন বিষয়ে মত্ত॥
দুষ্টগণে ধর্ম্ম বিকৃত করে। তাতে কি গৌরের মহিমা উড়ে॥
অশেষ পাতকী অনেক জন। গৌরনামে কেন পবিত্র হন॥
সিদ্ধপুরুষ যতেক জনে। ঈশ বলি কেন গৌরকে মানে॥
গৌরের গণ যে অসংখ্য হয়। কেন সম্প্রদায় এত বাড়য়॥
এত পদাবলী পদ বাঁধেন। যদ্যপি গৌর মানুষ হন॥
বৈষ্ণবের শাস্ত্র এতই কেন। পণ্ডিত গোস্বামী সবে লিখেন॥
গোস্বামীরা শুধু পণ্ডিত নন। সাধনে সিদ্ধপুরুষ হন॥
গৌর অবতারে তাঁহারা ঋষি। গৌর পারিষদ হইলা আসি॥
তাঁদের লিখন প্রমাণ হয়। গৌরকে পূর্ণ-ঈশ্বর কয়॥
সিদ্ধপুরুষের সিদ্ধ সে বাণী। আমরা বৈষ্ণব সকলে মানি॥
বিচারে মানিতে সবাকে হয়। পূর্ব্বযুগ ঘটনা যদি দেখয়॥
রাম যে ঈশ্বর তার প্রমাণ। তাৎকালিক ঋষি সকলে তা কন্॥
কৃষ্ণাবতারকালের ঋষি। তাঁরাও পণ্ডিত ছিলেন বেশী॥
তাঁহারা লিখেন কৃষ্ণ ঈশ্বর। তাহাতে জানিলা ভারতের নর॥
সকল পণ্ডিত লিখে না তাহা। বৈষ্ণব পণ্ডিত লিখিলা যাহা॥
গৌর অবতারেও অন্য পণ্ডিত। গৌর মহিমা না জানে নিশ্চিত॥
গোঁসাইরা নানা প্রকারে জানে। বুঝান তাঁহারা নিজ লিখনে॥
গোঁসাইরা সে লিখিলা বৃথা। এ কথা কহিলে ভক্ত পায় ব্যথা॥
গোস্বামিগণকে যদি মানিবে। বহুত প্রমাণ তবে পাইবে॥
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ যে কয়েকখানি। তাহাতে অন্ততঃ লইবে জানি॥

চৈতন্যভাগবত চন্দ্রামৃত। চৈতন্যমঙ্গল চরিতামৃত॥
স্তব-স্তোত্রাদি আছয়ে শত। প্রমাণের স্থলে যায় ধরা ত॥
পদ পদাবলী আছয়ে যত। প্রমাণ দিছেন প্রতি নিয়ত॥
গৌর ভগবান পূর্ণই কি না। তাহাতে নিশ্চয় হইবে জানা॥
"যদদ্বৈতং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্লোকে। প্রবোধানন্দাদি মহাত্মা যা লিখে॥
সকলই তাঁর প্রমাণ হয়। বলি আরও যদি থাকে সংশয়॥
দশ অবতার ষড়্ভুজাদি। গৌর সঙ্গে দেখে শ্রীগৌরবাদী॥
রাধাকৃষ্ণ দেখান গৌর নিজাঙ্গে। রামানন্দ যখন থাকিলা সঙ্গে॥
জগন্নাথ অঙ্গে স্বদেহ মিশায়। সে সব কি ঈশ্বর ব্যাপার নয়॥
ভগবান বিনা অন্যে কি পারে। মানুষ বলিয়া ভাব যে তাঁরে॥
সংকীর্ত্তন ছিল না ভারতভূমে। গৌর হ'তে প্রচার হইল ক্রমে॥
শ্রীবিগ্রহ সেবা বহুত স্থানে। প্রচলিত হল ধনীর দানে॥
কত গ্রাম ও বন নগর হৈল। সে সকল কিছু পূর্ব্বে না ছিল।
পূরবে দেখহ কালের বশে। বৃন্দাবন বন হইল শেষে॥
তাহা প্রকাশিলা গৌরাঙ্গ পুনঃ। নগর করিলা করি যতন॥
কত ঠাকুরবাড়ী হইল পরে। গৌরভক্তগণ দিলেন গঁড়ে॥
পরে অন্য ভক্ত দিয়াছে যোগ। এখন সকলে করিছে ভোগ॥
কৃতঘ্ন হইয়া অনেকে শেষে। এহেন গৌরকে ভুলিয়া বসে॥
গৌর অবতারে এ সব হয়। তবুও তোমার সন্দেহ রয়॥
শ্রীগৌরাঙ্গ যদি বিভু না হবে। তাঁহা হ'তে এসব হয় কেন ভবে॥
গৌর দেখি সবে আনন্দ পায়। তাঁর উপদেশে সবে জুড়ায়॥
প্রেম ও ভকতি পায় সে প্রাণে। যে বারেক দেখে শ্রীগৌরধনে॥
দর্শনে স্পর্শনে পবিত্র করে। সেই পায় প্রেম নাম যে ধরে॥
দেবের দুর্লভ ভকতি ধন। তাহাকেই দেন যাহাকে মন॥

গৌরাঙ্গ স্মরণে জ্যোতিঃ উদয়। চিন্ময় জ্যোতি ভক্ত হৃদয়ে পায় ॥
জ্যোতিঃ টলটল ঝলমল সে। ভকত আঁখিতে কেন বা ভাসে ॥
আলোকে আঁধারে জলে ও স্থলে। পীতজ্যোতিঃ কেন হৃদয়ে দোলে ॥
সোণার বরণ গৌরাঙ্গ চাঁদ। কেন ঘুচায় ভক্ত হৃদের আঁধ ॥
নিজ কৃপায় প্রাণ হরিয়া লন ॥ তবু কি গৌরাঙ্গ ঈশ্বর নন ॥
সর্ব্বজীবে সম তাঁহার ভাব। শ্রীকৃষ্ণ ভজিলে তাঁহার লাভ ॥
জীবোদ্ধার জন্য সন্ন্যাসী হন। অবতার ভিন্ন কে হন এমন ॥
অসংখ্য লোকের পাতক হরে। প্রেমদান কৈলা অসীম জোরে।
কোন অবতার অত না করে। ইহাতেও জানি শ্রেষ্ঠ যে তাঁরে
ভগবান নইলে কিরূপে পারে। মানুষ কখন উহা যে নারে ॥
বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান নেতা। তিনি সকলের ভকতি দাতা ॥
কত দুখ ভোগেন জীবের তরে। হরিনাম বিলান জীবের দ্বারে ॥
জীব দুঃখে কত কাতর হন। তবুও তিনি কি ঈশ্বর নন ॥
তাঁহার পারিষদ এতেক সয়। প্রহার খাইয়াও কৃপা করয় ॥
অলৌকিককর্ত্তার অনেক কাজ। লীলা পুঁথি পড় ঘুচায়ে লাজ ॥
"শ্রীগৌরাঙ্গ" নাম জপিয়া দেখ। একবার মন মিটাও সখ ॥
এই নামে তব কি লাভ হয়। দেখ ক্ষতি নাই হবে না ক্ষয় ॥
"গৌর" শব্দ যে প্রণব হয়। বিচারিয়া দেখ হয় কি নয় ॥
গ-আ-উ-র-অ অক্ষর মানে। খুজিয়া দেখহ শ্রীঅভিধানে ॥
শিব ব্রহ্মা বিষ্ণু গণেশ। অনন্তাদি অর্থ পাইবে বেশ ॥
ঐ সব সত্তা "গৌর" নামে। আছে জানি মোরা সমষ্টি ক্রমে
"ওঁ" কারের অর্থ বাকী কিবা রয়। বল বল বল মন মহাশয় ॥
যদি কিছু আর বাকী বোধ রবে। "আঙ্গ" শব্দেতে তাহাও পাবে ॥
"গৌরাঙ্গ" নাম পূর্ণ প্রণব। বিচারিয়া দেখ অক্ষর সব ॥

গৌর মানে সুন্দর মন হে জ্ঞান। চির পূর্ণ সুন্দর শ্রীভগবান
ভগবান "গৌর" এ কথা সত্য। প্রভু যে সুন্দর জানে তাঁহার ভৃত্য ॥
সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সার হন যিনি। তাঁরেই আমরা গৌরাঙ্গ জানি ॥
শ্রীভগবানের বিশেষ নাম। "গৌর" এই শব্দটিই হন ॥
সকলে সুন্দর বাসয়ে ভাল। সে আশা মিটে না কোনই কাল ॥
চির সুন্দরকে যেদিনে পায়। সে দিনে মানুষ সত্য জুড়ায় ॥
সৌন্দর্য্যের পূর্ণতা গৌরেতে রয়। তাঁহার সকলই সৌন্দর্য্যময় ॥
"ভগবান" নামের ঐশ্বর্য্য ছয়। দেখহ তাহাও শ্রীগৌরে রয় ॥
তাঁহার ভিতরে অবতার দশ। শুনিয়া পেয়েছিল স্পষ্ট প্রকাশ ॥
ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি প্রকাশ করে। যুগল মূর্ত্তিও গৌরে স্ফুরে ॥
ইহাপেক্ষা ঐশ্বর্য্য আর কি আছে। ঈশ মূর্ত্তি দেখান ভক্তের কাছে
বীর্য্য তাঁর এই ভারতভূমে। অনেক পাতকী উদ্ধারে ক্রমে ॥
কৃষ্ণের সমান দুষ্কৃতি ক্ষয়। গৌরাঙ্গ আসিয়া দেখ করয় ॥
মহিমা তাঁহার অনেক আছে। বলেছি, আরও বলিব পিছে ॥
যশঃ তাঁহার বহুদেশ জুড়ে। এখন অন্যান্য দেশেও স্ফুরে ॥
রূপ গুণ বিদ্যা ভক্তি সুখ্যাতি। তাঁহাতে তা ছিল নিশ্চয় অতি ॥
দ্বাত্রিংশ সুচিহ্ন দেহেতে ছিলা। ভক্ত পণ্ডিতেরা তাঁহা দেখিলা ॥
সৌভাগ্য তাঁহাতে নিত্য থাকয়। জ্ঞান প্রেমানন্দে সুপূর্ণ রয় ॥
তেমন কাহারো সাত্ত্বিক বিকার। পৃথিবীতে হ'য়েছে শুনি না আর ॥
শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের পূর্ণ চিহ্ন। মোরা দেখি না রাধা গৌর ভিন্ন ॥
কোন অবতারে পাবে না তাহা। গৌরে প্রকাশিত হ'য়েছে যাহা ॥
ভগবান বিনা হৈতে না পারে। গৌরে যে সব ভাবাদি স্ফুরে ॥
জ্ঞানে মহাপণ্ডিত ছিলেন তিনি। লীলাগ্রন্থ পড়ি তাহা যে জানি ॥
দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিতগণে। পরাস্ত করিলা ভক্তেরা জানে ॥

অন্তর্য্যামী গুণ ছিল যে তাঁর। যাহা জানাইলা কৃষ্ণাবতার ॥
বৈরাগ্যভাব তাঁহাতে যত। আর কোথাও দেখি না তত
সকল ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হন। কঠোরতা সব করে পালন ॥
ছয়টী বস্তুই তাঁহাতে ছিল। ভগবত্তারই ঐ অর্থ হ'ল ॥
এ ছয়টীতেই শ্রেষ্ঠ সবার। এসেছেন যত ঈশ্বরাবতার ॥
গৌর ভগবান হবে না কেন। ভাবিয়া দেখহ আমার মন ॥
গৌর মত কার্য্য কোন সাধু করে। দেখ গৌরের লীলাদি পঁড়ে ॥
কোন সাধুবর পারে না তত। গৌরাঙ্গ মোদের ক'রেছ যত ॥
অংশাবতার হইতে হয় না। পূর্ণাবতারে ভিন্ন রয় না ॥
অন্য অবতারে যাহা যাহা হয়। গৌর অবতারে কিছু কম নয় ॥
আদ্য ভগবান হয়েন যিনি। কৃষ্ণবর্ণ হন বেদেতে শুনি ॥
হিরণ্যবর্ণ গৌরাঙ্গ বিনে। কোন অবতারে কভু দেখিনে ॥
তাতে জানি গৌর মূল ভগবান। এইটী হইল বেদের প্রমাণ ॥
করে অনর্পিত শ্রীপ্রেমদান। সুন্দর তাঁহার সকল প্রাণ ॥
বিশ্বাসে ভজিলে ভকত জনে। গৌরহরি তাঁরে জানান মনে ॥
ভগবান বলি জানিতে পারে। তখন সন্দেহ যায় সে দূরে ॥
নিজজন তাঁর যতেক রয়। সবাতে তখন গৌর ভজায় ॥
গৌরভক্ত মধ্যে অনেকে বিজ্ঞ। তাঁহারা কি হয় সকলে অজ্ঞ ॥
গৌরাঙ্গে যদ্যপি সন্দেহ রবে। মাতা পুত্রাদিকে কেন ভজাবে ॥
বিদ্রূপ লাঞ্ছনা লোকেতে করে। কই তারা কভু গৌর না ছাড়ে ॥
ভগবান নয় যদি জানিবে। নানা নির্য্যাতন কেন সহিবে ॥
গৌর অবতারে গোস্বামী হন। তাঁদের বংশধর সব এবে র'ন ॥
সত্যযুগ হ'তে দেখিয়া এস। ঈশ্বর ব্যতীত কোন্ পুরুষ ॥
উক্ত সব লীলা করিতে পারে। এতেক মহিমা কোন্ সাধু ধরে ॥

গৌরকে ভকত বলিবে তুমি। এমন ভকত দেখি না আমি।
ভগবান বিনা এমন শক্তি। ভগবান বিনা এমন ভক্তি ॥
জগতে কোথায় কবে দেখেছ। বল মন আসিয়া আমার কাছ ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরে কোথাও নাই। যত সাধু ছিল দেখ না ভাই ॥
সত্যযুগে ও বেদে রাধাকৃষ্ণ নাই। তবু কেন তাহা ভজরে ভাই ॥
অবতার কালের ঋষিগণ। বলেছেন তাই কর ভজন ॥
অবতার হবার পুরবে কম। তৎকথা প্রচার থাকে নিয়ম ॥
গৌর অবতারেও নিয়ম ঐ। গোস্বামীরা ঋষি পুনশ্চ কই ॥
গৌর সিদ্ধান্ত তাঁরা যা বলে। কেন মানিবে না ভাই সকলে ॥
ঋষির গুণ পূর্ব্ব গোস্বামীতে। ছিল কিনা তাহা পার মিলাতে ॥
গৌরলীলা এ অল্পদিন হয়। তাই তত এবে প্রচারিত নয় ॥
কৃষ্ণ মত গৌর বয়স পেলে। তাঁহাকে ভজিবে অনেকে মিলে ॥
এখন তাহার আছয়ে দেরি। সময়ে ভজিবে শ্রীগৌরহরি ॥
যদি বল মন রামকৃষ্ণাদি। যুদ্ধাদি কার্য্য কৈলা নিরবধি ॥
গৌরাঙ্গ যদ্যপি শ্রীভগবান। যুদ্ধ কার্য্য করে কোথা দেখান ॥
ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী রূপে উদয়। যুদ্ধ কার্য্যাদি যে এবার নয় ॥
অসুরের তুল্য যতেক ছিলা। নিজ মহিমায় বশ করিলা ॥
কাজির দলন দস্যু উদ্ধার। দুষ্কৃতি অনেক কৈলা সংহার ॥
দুষ্কৃতিকারীকে প্রাণে না মারে। এই প্রতিজ্ঞা যে ছিল এবারে ॥
নিষ্ঠুর কার্য্যাদি প্রেমাবতারে। কথন কি ভাই করিতে পারে ॥
রাজ্য করিতে আসে না এবার। কেন আসে হেতু আছয়ে তার ॥
নিজকার্য্য তিন, নাম-প্রচার। রাধা-ঋণ-শোধ, প্রেমদান আর ॥
ভক্তভাবে গৌর দিয়াছে শিক্ষা। ভক্তভাবে নাম ক'রেছে ভিক্ষা ॥
ভগবান ভাবেও ল'য়েছে পূজা। মহাভাবে পূজে যার মনে যা ॥

আপনা পূজিতে তখন কহে। সেই হ'তে পূজিতে ভকত রহে ॥
সেই হ'তে পূজিয়া পেয়েছে সিদ্ধি। অনেকের ভাল হ'য়েছে বুদ্ধি ॥
গৌরের বিগ্রহ অনেক স্থানে। স্থাপিত আছয়ে কেবা না জানে।
বহুদিন হ'তে চলিছে সেবা। ভগবান রূপে পূজে নিশি দিবা ॥
গৌরলীলার অনেক চিহ্ন। নানা দেশে আছে ভিন্ন ভিন্ন ॥
সে সব অতি প্রামাণিক হয়। গৌর যে অবতার কি বিস্ময় ॥
তাঁর উপদেশ কিরূপ হয়। চরিতামৃত পড়ি জান মহাশয় ॥
আচারভ্রষ্ট জন কুপথে মজে। তাহার প্রকৃতি গৌর না ভজে ॥
তাদিগে দেখিয়া গৌরাঙ্গে ঘৃণা। শিষ্টজনের কভু উচিত হয় না
গৌর উপদেশ প্রকৃত কি হয়। জানিয়া ভজহ যত সদাশয় ॥
সর্ব্বসাধনের প্রধান যাহা। গৌর উপদেশ ক'রেছে তাহা ॥
মাধুর্য্য ভজনা কেউ বলে না। যত অবতার আছয়ে জানা ॥
শ্রীবৃন্দাবনের ভজন যাহা। কোন দেশে কেউ কহে না তাহা
রাধাকৃষ্ণ ভজন স্বাভাবিক। যদি সে সাধন হয় গো ঠিক ॥
তাহার মহিমা অশেষ হয়। গৌরাঙ্গ ভজিয়া তাহা দেখায় ॥
রূপে গুণে গৌর সবার সার। কেন তর্ক কর মন আমার ॥
তোমা মত ছিল বহু চতুর। তাঁদের আঁধার হ'য়েছে দূর ॥
ভগবানরূপে ভজিছে তাঁরে। তাঁরা এবে ভক্ত স্বভাব ধরে ॥
তাতেও ভজিবে না, নাহি তা ভজ। নিন্দা করি বল কিবা সে কাজ
গৌরভক্ত জনে নিন্দাদি কর। সর্ব্বদা বল গৌরাঙ্গ নর ॥
তাতে অপরাধ উভয় পক্ষে। নিন্দা শুনি ভক্ত মরয়ে দুঃখে ॥
ইষ্টনিন্দা শুনা যে অপরাধ। অবতার বলাইতে তাই এ সাধ
অবতার বল ভজিতে হবে না। এখন মোদের এই প্রার্থনা ॥
দেখ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে। গৌরাঙ্গ প্রচার করিলা গর্ব্বে ॥

প্রত্যেক জীবের আছে অধিকার আত্মোন্নতি কার্য্য করিবার ॥
গুণগত বর্ণ আশ্রম বিচার। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য করিলা প্রচার ॥
নীচ জাতি যদি হয় গুণবান। অবশ্য পাইবে শ্রীভগবান ॥
এই সব কথা গৌরাঙ্গ শিখান। পূর্ব্বে শিখায় না আর কোন জন ॥
ধর্ম্মপ্রচারক মধ্যে প্রধান। নদীয়া পণ্ডিত গৌর ভগবান ॥
ক'রেছে উন্নতি বঙ্গভাষার। গৌরভক্ত মত কেহ করে না আর ॥
বৈষ্ণব কবিরা সকলে মিলে। বঙ্গভাষাকে দিয়াছে তুলে ॥
গৌর-মহিমা তাহাতে আছয়। যেহেতু গৌরগণ দ্বারা তাহা হয় ॥
সচ্চিদানন্দ গৌরাঙ্গ হয়। এই কথা কভু অলীক নয় ।
সৎ সত্য নিত্য চিৎই জ্ঞান। আনন্দ সাত্বিক ভাবাদি হন ॥
শ্রীগৌরাঙ্গে চির ছিল যে এই। চিৎ ও আনন্দ যাঁহারে কই ॥
জ্ঞানেতে ছিলেন অতি প্রবীণ। আনন্দেতে পূর্ণ ছিলা নিশিদিন ॥
সচ্চিদানন্দের যেই লক্ষণ। গৌরাঙ্গে তাহার পূর্ণতারর্ণ ॥
এত কারণেও যদ্যপি কভু। গৌরাঙ্গসুন্দর না হন বিভু ॥
গীতার শ্লোকটী বলিব এবার। শ্রীভগবান যে হয়েন সবার ॥
"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" এই শ্লোকটী বলিব অন্তে ।
গৌরাঙ্গ যদি স্থাবর রয়। তবুও ভক্তিতে ঈশ্বর হয় ॥
যেমন হবে ভাব তেমন লাভ। হয় না তাহার কভু অভাব ॥
আমার নিকটে গৌর ঈশ্বর। তুমি জান নাই তাঁহার দর ॥
বিদ্রূপ করিয়া বল মানুষ। মন তোমার নাই কিছুই হুঁস ॥
ঘট পট ইষ্ট হইতে পারে। গৌর ইষ্ট কেন হইতে নারে ॥
গৌরকে ঘৃণা করোনা ভাই। তাহাতে তোমার মঙ্গল নাই ॥
লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহারে ভজে। রয়েছে তাঁহার নাম সেবা কাজে ॥
অতএব তিনি সামান্য নয়। উপহাসে দোষ হয় নিশ্চয় ॥

শাস্ত্রের প্রমাণ সব প্রক্ষিপ্ত। এ যদি বল মন হইয়া ক্ষুপ্ত ॥
তা'হলে আমার আছে উত্তর। বলিব তোমায় উত্তরোত্তর ॥
দেখিতে পার তাহা সব মিলাই। সব অমিল কভু পাইবে নাই ॥
প্রক্ষিপ্ত সবই হবে না ভাই। যদিও হয় কিছু ক্ষতি সে নাই
কতক ঠিক হ'লেও মানিতে বাধ্য। তা হ'লেও গৌর হবে আরাধ্য ॥
প্রক্ষিপ্তকারীও মহাপণ্ডিত। গৌর ভগবান বুঝেছে নিশ্চিত ॥
সত্য ব্যতীত পণ্ডিত মজে না। এ কথাও ভাই আছয়ে জানা ॥
এক জন নয় শত শত হন। এত সুধী মজাতে পারে কোন জন ॥
জান কথা, "ফলেন পরিচীয়তে"। হবে না এ কথা তোমায় শিথাতে
গৌর লীলাতেই গৌর পরিচয়। লীলা পড়িলে বিভু বলিতেই হয় ॥
নদের পণ্ডিত সকলে মিলে। গৌরকে ভগবান কেন না বলে ॥
এই কথা এবে বলিছ তুমি। ইহার উত্তর বলিব আমি ॥
সকলের ভাগ্য সমান নয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস দুর্লভ হয় ॥
পণ্ডিতের মধ্যে কতক জন। গৌরেশ্বর মানে না তার কারণ ॥
সপত্নীর প্রায় ঈর্ষা করেন। তাঁহারা প্রায়ই দূরে রহেন ॥
গৌর-গুণে দৃষ্টি নাই করেন। বিনা দোষেও দোষ ধরেন ॥
অপরাধী হন প্রায় প্রতিপদে। তাতেই তাঁহারা থাকেন বাদে ॥
কৃষ্ণ লীলাতেও ঐরূপ হয়। কৃষ্ণ রাজা সুতরাং বহু রাজা রয় ॥
কৃষ্ণের দোষ দর্শন করে। দুর্য্যোধনের পক্ষ ধরে ॥
সপত্নী প্রায় দুষ্ট রাজাগণ। কৃষ্ণকে বলে না শ্রীভগবান ॥
ঐরূপ গৌরাঙ্গ লীলাতেও দেখি। কৃষ্ণই গৌরাঙ্গ জানি হও সুখী ॥
গৌর লীলাস্থান সবই আছে। যদিও ধামে বাড়ী গিয়াছে মুছে ॥
তাতে কি গৌরের মহিমা যায়। বিভু হবে না কেন এই কথায় ॥
দশটী ব্যতীত অবতার নাই। এ কথা বলিছ বলিব তাই ॥

ভাগবতে বিংশ অবতার কহে। দশ বই নাই একথা কই রহে
যুগাবতার সে পৃথক পাই। একটী তাহার শ্লোক দেখাই ॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ধৃত-ব্রহ্মযামলে। যথা—

হরেঃ কারণমুদ্দিশ্য দশাবতার উচ্যতে।
যুগাবতারশ্চ দ্বারো যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাৎ ॥

কলিযুগের তারক ব্রহ্মনাম। প্রচারিতে কলিতে আইলা শ্যাম ॥
ধর্ম্মগ্লানি হ'লে হবেন উদয়। অবতার সংখ্যা এতে না রয় ॥
শ্রীগীতার ঐ শ্লোকটী ধরে। বহু অবতার হইতে পারে ॥
সুতরাং দশ বই অবতার নাই। এ কথা অসঙ্গত দেখিতে পাই ॥
কোন অভক্তের লিখন প'ড়ে। বলিছ. "গৌরাঙ্গ সমুদ্রে মরে ॥
কৃষ্ণ প্রেমে হ'য়ে বিভোর অতি সমুদ্রে পড়িলা গৌরাঙ্গ যতি ॥"
শেষ কথাটীকে ধরিতে পারি। মরার কথাটী দাও ভাই ছাড়ি ॥
ভক্তের লেখায় কোথাও নাই। যেই কথা তুমি বলিছ ভাই ॥
পড়েছিলা বটে মরেন নাই। এই কথা ভক্তের লেখায় পাই ॥
জগন্নাথে অঙ্গ মিশায়ে দিলা। তবুও তোমার ভ্রম রহিলা ॥
কৃষ্ণ প্রেমে যে কেউ কোথাও পড়ে। সে কি হায় কভু তাহাতে মরে ॥
কৃষ্ণ অন্তর্য্যামী রক্ষয়ে তাঁরে। এটীও কি তোমার হৃদে না ধরে
বিপদে রক্ষা করেন ভক্তকে ॥ এই কথা নাহি জানে কোন্ লোকে
ঈশ্বর না হন মহাপুরুষ বটে। তাঁর কি এমন বিপদ ঘটে ॥
বিচার শকতি তোমার ধন্য। যদিই অভক্ত কথা করিবে গণ্য ॥
তাহার উত্তর আরও দিব। কৃষ্ণ ও রামের কথা শুনাব ॥
সরযূতে রাম ছাড়েন দেহ। জানে রামায়ণ প'ড়েছে যেহ ॥
কৃষ্ণ ব্যাধ বাণে বিদ্ধ হইয়া। ধরা হ'তে গেলা দেহ ছাড়িয়া ॥
অপঘাত মৃত্যু হ'ল না গণ্য। গৌরের অপঘাত হবে কি জন্য ॥

ওরূপ দেহত্যাগেও কৃষ্ণ রামে। ডাকিছে সকলে ভগবান নামে॥
যদিও ঐরূপে গৌরাঙ্গ ছাড়ে। ভগবান্ বল্‌ব না কেন বা তাঁরে॥
দোষদৃষ্টি করা তোমার স্বভাব। বুঝি না মন এতে তোমার কি লাভ॥
পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনিও গৌরকে বলেছেন শ্রেষ্ঠ॥
গৌরকে অবতার বলেছেন তিনি। তাঁহার ভক্তের লেখায় জানি॥
তাঁহারে মানয়ে শিক্ষিতে সবে। তাঁর কথাও কি গ্রাহ্য না হবে॥
যে কেবল ভজন পেয়েছে অন্য। গৌরকে করিবে কেন সে গণ্য॥
বলিছ এ কথা মন হে তুমি। তাহার উত্তর বলিব আমি॥
সত্যযুগে রাম কেহ ভজে না। ত্রেতায় কেন হে করে গণনা॥
পূরবে যাঁদের অন্য মন্ত্র ছিল। তাঁরাও তখন রাম মন্ত্র নিল॥
ত্রেতায় কৃষ্ণের হইল লীলা। কৃষ্ণ মূর্ত্তি ভজন পূর্ব্বে না ছিলা॥
কৃষ্ণ ভক্ত এত থাকেন নাই। কিরূপে এত তাহা হৈল ভাই॥
অন্য দেব ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজে। তাহার প্রমাণ আছয়ে ব্রজে॥
তন্মধ্যে একটী মাত্র দেখাই॥ অন্যস্থানে আরও দৃষ্টান্ত পাই॥
নারায়ণের যে বক্ষ-বাসিনী। রাস পাইতে কৃষ্ণে ভজিলা তিনি॥
তত্ত্বে তাঁরা এক যদিই বল। মূর্ত্তি লীলায় যে বিভেদ হইল॥
দোষ হয় না শ্রেষ্ঠে কৈলে গমন। আছয়ে তাহার বহু প্রমাণ॥
গৌরকে কৃষ্ণ ও শ্রেষ্ঠ বুঝে। যদি কেউ কভু একান্তে ভজে॥
কৃষ্ণেতর মন্ত্র যদিও ত্যজে। অপরাধ দেখা যায় না কাজে॥
বৈধী অধিকারে থাকয়ে যাঁরা। তাঁদের কর্ত্তব্য হয় না ছাড়া॥
অনুরাগে সত্য যাঁহারা মজে। তাঁহারা থাকে না বৈধীর মাঝে॥
দোষ কিছু তাদের হয়ত নাই। কেন নিন্দা তুমি করহে ভাই॥
আর এক প্রশ্ন তোমার পাই। অবতার বলিলেও ভজন নাই॥
মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতার গণে। মানিলেও কেহ তাহা ভজেনে॥

গৌরকে অবতার করিব গণ্য। কিন্তু ভজিব হে কিবা জন্য॥
তাহার উত্তর বলিব এবে। পরিশিষ্ট শ্লোকে উত্তর পাবে॥
উদ্ধৃত করিয়া পুনঃ দেখাই। নিবিষ্ট হইয়া দেখহ ভাই॥

১। কলৌ দেহং সমাসাদ্য চৈতন্যং ন ভজন্তি যে।
তেষাঞ্চ নিষ্কৃতির্নাস্তি কল্পকোটীশতৈরপি॥ ইত্যাদি

ইতি ব্রহ্মযামলীয় চৈতন্যকল্পে।

২। এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্ত্তিভিঃ।
মনুজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়সামীশ্বরো হরিঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।

৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইতি নাম মুখ্যতমং প্রভোঃ।
হেলয়া সকৃদুচ্চার্য্য সর্ব্বনামফলং লভেৎ॥

ইতি ব্রহ্মরহস্যে॥

৪। নানাপরাধযুক্তাস্তে পুনন্তি সকলং জগৎ।
কৃষ্ণচৈতন্যনামানি কীর্ত্তয়ন্তি সকৃন্নরাঃ॥

ইতি বিষ্ণুযামলে।

৫। শ্রীচৈতন্যোপনিষদি ব্রহ্মপিপ্পলাদিসংবাদে যথা,—
ভগবন্ কলৌ পাপাচ্ছন্নঃ প্রজাঃ কথং মুচ্চেরন্নিতি।
কাবা দেবতা কোবা মন্ত্রঃ কৃপয়া ব্রুহীতি॥

উহার উত্তর শ্লোক যথা——স হোবাচ।
রহস্যং তে বদিষ্যামি জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে গোলকধাম্নি
গোবিন্দোদ্বিভুজ-গৌরঃ।
সর্ব্বাত্মা ত্রিগুণাতীতঃ সত্বরূপো ভক্তিং লোকে দাস্যতীতি। ৫

৬। কুলার্ণব তন্ত্র বা ঈশান সংহিতায় গৌরোপাসনার প্রয়োজনীয়তা ও তন্মন্ত্রাদি বর্ণিত আছে।

৭। ঊর্দ্ধাম্নায় তন্ত্রে গৌরোপাসনার প্রয়োজনীয়তা ও মন্ত্রাদি বর্ণিত আছে।

৮। রুদ্র যামলেও গৌরোপাসনার প্রয়োজনীয়তা ও মন্ত্রাদি বর্ণিত আছে।

৯। গৌরাবতারের ঋষি শ্রীপাদ গোস্বামী ও মহান্ত মহোদয়গণের লিখনেও স্থানে স্থানে গৌরাঙ্গ ভজনার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ প্রকারে বর্ণিত আছে।

১০। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম ও সম্যক্ প্রকারে সর্ব্বজনের ভজন উপযোগী।

ভজিতে যদ্যপি হইবে নাই। গৌর মন্ত্র গায়ত্রী শাস্ত্রে কেন পাই॥
ধ্যান কবচাদি থাকয়ে কেন। শাস্ত্র কর্ত্তারা কেন লিখেন॥
কৃতজ্ঞ হইয়াও ভজিতে হয়। যে হেতু কলির ধর্ম্ম জানায়॥
গুরুর কার্য্য ক'রেছে তিনি। গুরুপূজা কোথা না আছে শুনি॥
গৌরের কৃপা কিছু না হ'লে। রাধাকৃষ্ণ লাভ কভু না মিলে॥
গৌর অধিক পতিত পাবন। সে জন্যও তাঁরে করিব ভজন॥
দেশকাল মত ঔষধ চাই। প্রতিযুগ ধর্ম্ম পৃথক্ তাই॥
বাঙ্গালীর ঘরে এ কলিকালে। ভগবান আসিয়া জীব তরালে॥
বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য তাঁর ভজন। তাতে মিটে তার সব প্রয়োজন
সব দেশোপযোগী যে প্রেমধর্ম্ম। গৌর শিখায়েছেন তাঁর মর্ম্ম॥
সর্ব্বদেশে তাই পূজন যোগ্য। সর্ব্বকালেও না হবে অযোগ্য॥
পূর্ণ পরিণতি জীব পাবে যবে। গৌর উপদেশ মানিবে তবে॥
মৎস্য কূর্ম্মাদি অংশ কলা হয়। তাহাতে গৌরের তুলনাই নয়॥
কৃষ্ণ ভিন্ন স্বরূপ কোথাও না আছে। তুলনা হ'তে পারে গৌরের কাছে।
আদ্য ও পূর্ণ ভগবান যিনি। মোদের ভজনীয় গৌরাঙ্গ তিনি॥

অধিক উন্নতি যাঁহার হবে। গৌর মহিমা তিনিই পাবে॥
এই সব কথার মর্ম্ম আছে। স্থানান্তরে তা বলিব পিছে॥
সাকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। নিরাকার তত্ত্ব প্রয়োজন নয়॥
কেন নয় তার আছে বিচার। এ প্রবন্ধ তার লয় না ভার॥
ব্রহ্মভজনে যাবে যাও তুমি॥ গৌরাঙ্গ ভজন করিব আমি॥
রাম কৃষ্ণাদি মানিবে যদি। গৌর মানাইবে গৌরবাদী॥

নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা হইতে সংগ্রহ করা হইল ঃ—

১। আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে।

২। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে।

৩। সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥

মহাভারতীয় দানধর্ম্মে।

৪। অজায়ধ্বমজায়ধ্বমজায়ধ্বং ন সংশয়।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥

ভবিষ্য পুরাণে।

৫। আনন্দাশ্রুকলারোমহর্ষপূর্ণং তপোধন।
সর্ব্বে মামেব দ্রক্ষ্যন্তি কলৌ সন্ন্যাসিরূপিণম্॥

ভবিষ্যপুরাণে।

৬। কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোহসৌ মহীতলে।
ভাগীরথীতটে ভূম্নি ভবিষ্যতি সনাতন ॥

পদ্মপুরাণে, চৈতন্যচরিতামৃতধৃত।

৭। করিষ্যতি কলেঃ সন্ধ্যাং ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
দ্বিজাতীনাং কুলে জন্ম শান্তানাং পুরুষোত্তমঃ ॥

দেবীপুরাণে।

৮। কলিঘোরতমশ্ছন্নান্ সর্ব্বানাচারবর্জ্জিতান্।
শচীগর্ভে চ সম্ভূয় তারয়িষ্যামি নারদ ॥

বামনপুরাণে।

৯। কলিনা দহ্যমানানা মুদ্ধারায় তনূভৃতাম্।
কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং ভবিষ্যামি দ্বিজাতীষু ॥

কূর্ম্মপুরাণে।

১০। অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥

উপপুরাণে।

১১। অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ লীলাপ্রচ্ছন্ন-বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকং রক্ষামি সর্ব্বদা ॥

নৃসিংহপুরাণে।

১২। দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তিরূপিণঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥

বায়ুপুরাণে, চৈতন্যচন্দ্রোদয়ধৃত।

১৩। ভবিষ্যতি কলৌ কালে ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
দ্বিজাতীনাং কুলে জন্মগ্রাহকঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

বিষ্ণুপুরাণে।

১৪। শান্ততমাঃ কম্বুকণ্ঠো গৌরাঙ্গশ্চ সুরাবৃতঃ ॥

অগ্নিপুরাণে চৈতন্যচন্দ্রোদয়ধৃত।

১৫। পুরা গোপাঙ্গনা আসীদ্দিদানীং পুরুষোভবেৎ।
যাভির্যস্মাৎ কলৌ কৃষ্ণ স্তদর্থে পুরুষাঙ্গনাঃ ॥

শিবপুরাণে।

১৬। কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তোভবিষ্যতি।
ব্রহ্মরূপং সমাশ্রিত্য সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

বরাহপুরাণে।

১৭। গোলোকঞ্চ পরিত্যক্ত্বা লোকানাং ত্রাণকারণাৎ।
কলৌ গৌরাঙ্গরূপেণ লীলালাবণ্যবিগ্রহং ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণে।

১৮। স্বর্ণদীতীরমাস্থায় নবদ্বীপে জনালয়ে।
তত্র দ্বিজকুলে প্রাপ্তে জনিষ্যামি নিজালয়ে ॥
ভক্তিযোগপ্রদানায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।
সন্ন্যাসিরূপমাশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্যনামধৃক্ ॥
আনন্দাশ্রুকলাপূর্ণঃ পুলকাবলিবিহ্বলঃ।
ভক্তিযোগং প্রদাস্যামি হরিকীর্ত্তনতৎপরঃ ॥ ইত্যাদি।

বৃহদ্ বামনপুরাণে।

১৯। অন্যাবতারা বহবঃ সর্ব্বসাধারণোদ্ভটাঃ।
কলৌ কৃষ্ণাবতারোঽপি গূঢ়সন্ন্যাসিরূপধৃক্ ॥

চৈতন্যচন্দ্রোদয়ধৃত জৈমিনীভারতে।

২০। কলৌঘোরতমশ্ছন্নান্ সর্ব্বনাচারবর্জ্জিতান্।
শচীগর্ভে চ সংভূয় তারয়িষ্যামি নারদ ॥

সত্যে দৈত্য-কুলাধিনাশসময়ে স্ফূর্জ্জন্নখঃ কেশরী।
ত্রেতায়াং দশকন্ধরং পরিভবন্ রামাভিনামাকৃতিঃ॥
গোপালং পরিপালয়ন্ ব্রজপুরে লোকান্ বহূন্ দ্বাপরে।
গৌরাঙ্গপ্রিয়কীর্ত্তনঃ কলিযুগে চৈতন্যনামা হরিঃ॥

নৃসিংহপুরাণে।

২১। গোকুলে বলরামত্বং যঃ প্রাপ্তঃ শৃণু পার্ব্বতি।
নিত্যানন্দঃ সোঽভবদ্ধি লোকানাং হিতকাম্যয়া॥
শচীতু দেবকী দেবী বসুদেবঃ পুরন্দরঃ।
তয়োঃ প্রীত্যৈব ভগবান্ চৈতন্যত্বং স্বয়ং গতঃ॥
কলৌ দেহং সমাসাদ্য চৈতন্যং ন ভজন্তি যে
তেষাঞ্চ নিষ্কৃতির্নাস্তি কল্পকোটিশতৈরপি। ইত্যাদি।

ব্রহ্মযামলীয় চৈতন্যকল্পে।

২২। কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽসৌ মহীতলে।
ভাগীরথীতটে ভূম্নি ভবিষ্যতি সনাতনঃ॥

চৈতন্যরহস্যধৃত-বাশিষ্ঠে।

২৩। ভবিষ্যামি চ চৈতন্যঃ কলৌ সংকীর্ত্তনাগমে।
হরিনামপ্রদানেন লোকান্নিস্তারয়াম্যহং॥

চৈতন্যচন্দ্রোদয়ধৃত-ব্রহ্মযামলে।

২৪। বিশ্বসারতন্ত্রে যথা—

পার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ গুপ্তবক্ত্রেণ তে পুরা।
কথিতো গৌরচন্দ্রো যঃ তত্র মে সংশয়ো মহান্॥

মহেশ্বর উবাচ।

শৃণু চার্ব্বঙ্গি সুভগে যৎপৃষ্টং গোপিতং বচঃ।
এক এবহি গৌরাঙ্গঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদঃ॥
যো বৈ কৃষ্ণঃ স গৌরাঙ্গ স্তয়োর্ভেদো ন বিদ্যতে।
শিক্ষার্থং সাধকানাঞ্চ স্বয়ং সাধকরূপধৃক্॥
শিক্ষাগুরুঃ শচীপুত্রঃ পূর্ণব্রহ্মো ন সংশয়ঃ। ইত্যাদি

২৫। জৈমিনী ভারতে, যথা—

স্বর্ণদিধীতিমাস্থায় নবদ্বীপে জনালয়ে।
তত্র দ্বিজাব্যাপ্তরূপঃ জনিষ্যামি দ্বিজালয়ে॥

তত্রহি—

ভক্তিযোগপ্রকাশায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।
সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্যনামধৃক॥

২৬। অহং পূর্ণো ভবিষ্যামি যুগসন্ধৌ বিশেষতঃ।
মায়াপুরে নবদ্বীপে বারমেকং শচীসুতঃ॥

ইতি যামলে।

২৭। অনন্তসংহিতায়াং যথা—

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহং।
কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যাম্যহং পুন॥
কৃষ্ণশ্চৈতন্যগৌরাঙ্গো গৌরচন্দ্রঃ শচীসুতঃ।
প্রভু র্গৌরহরি র্গৌরো নামানি ভক্তিদানি মে॥

তত্রহি—

অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজগণৈঃ সহ।
শচীগর্ভে নবদ্বীপে স্বর্ধুনীপরিবারিতে॥

অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন প্রকাশ্যং বহির্ম্মুখে।
ভক্তাবতারভক্তাখ্যং ভক্তভক্তিপ্রদং স্বয়ং ॥
মন্মায়ামোহিতাঃ কেচিন্ন জ্ঞাস্যন্তি বহির্ম্মুখাঃ।
জ্ঞাস্যন্তি মদ্ভক্তিযুক্তাঃ সাধবোন্যাসিনোঽমলাঃ ॥
কৃষ্ণাবতারকালে যা স্ত্রিয়ো বা পুরুষাঃ প্রিয়াঃ।
কলৌ তে অবতরিষ্যন্তি শ্রীদাম-সুবলাদয়ঃ ॥
অস্মিন্‌দ্বীপে মহাক্ষেত্রে যদাহং প্রার্থিতঃ সুরৈঃ।
অবতীর্য্য দ্বিজাবাসে হনিষ্যে কলিজং তমঃ ॥

২৮। ঊর্দ্ধাম্নায় সংহিতায়াং। যথা—
সন্ধৌ কৃষ্ণো বিভুঃ পশ্চাদ্দেবক্যাং বসুদেবতঃ।
কলৌ পুরন্দরাৎ শচ্যাং গৌররূপবিভুঃ স্মৃতঃ ॥

২৯। ইন্দ্রদর্পহরোঽনন্তো নিত্যানন্দ শ্চিদাত্মকঃ ॥
চৈতন্যরূপশ্চৈতন্য শ্চেতনাগুণবর্জ্জিতঃ ॥
অদ্বৈতাচার্য্যো নিপুণোঽদ্বৈতঃ পরমনায়কঃ।
অকিঞ্চনধনঃ শ্রীমানমেয়াত্মা মহাদ্রিধৃক্।
মহাপ্রলয়কারীচ শচীসুতো জয়প্রদঃ ॥

ইতি গোপাল-সহস্রনামস্তোত্রে।

৩০। নমস্যামি শচীপুত্রং গৌরচন্দ্রং জগদ্‌গুরুং।
কলিকোপবিনাশার্থং হরিনামপ্রদায়কং ॥
কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং নবদ্বীপনিবাসিনং।
শত্রৌ মিত্রেঽপ্যুদাসীনে সর্ব্বত্রসমদর্শিনং ॥
নমশ্চৈতন্যরূপায় পুরন্দরসুতায় চ।
বৈষ্ণবপ্রাণদাত্রেচ গৌরচন্দ্রায় তে নমঃ ॥

শ্রীচৈতন্যরহস্যধৃত ব্রহ্মযামলে।

৩১। শ্রীরুদ্রযামলে শিব-পার্ব্বতী-সংবাদে শ্রীচৈতন্যমন্ত্রোদ্ধারোনাম দ্বাত্রিংশতম পটল। (উহাতে গৌরাঙ্গের ধ্যান ও মন্ত্রাদি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। মূলগ্রন্থে পাঠক মহাশয় দেখিতে পারেন।)

৩২। ঈশানসংহিতা বা কুলার্ণবতন্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে গৌরমন্ত্রাদি বর্ণিত আছে।

৩৩। ঊর্দ্ধাম্নায় তন্ত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে গৌরের ধ্যান মন্ত্রাদি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

৩৪। উত্তরভাগবতে শ্রীচৈতন্য-কবচ আছে দেখিতে পারেন।

৩৫। শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব দীপিকাতে গৌরের দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রের বিষয় বর্ণিত আছে।

৩৬। শ্রীকৃষ্ণ যামলে। যথা—

কলৌ নষ্টদৃশাং নৈব জনানাং কুত্রচিদ্‌গতিঃ।
ইতি মত্বা কৃপাসিন্ধু বংশেন কৃপয়া হরিঃ॥
প্রসন্নো ভক্তরূপেন কলাবতরিষ্যতি।
তস্য কর্ম্মানি মনুজঃ কীর্ত্তয়িষ্যন্তি কেচন॥
বহিরন্তর্ণমস্যন্তে প্রচ্ছন্নং পরমেশ্বরং।
গৌরাঙ্গোনাদগম্ভীরঃ স্বনামামৃতলালসঃ॥
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যতি শচীসুতঃ।
বস্বা তন্ময় মতিমান পঠনদ্বাক্ষরমুচ্চকৈঃ॥
গতত্রপো মদোন্মত্ত গজবৎ বিহরিষ্যতি।
ভুবং প্রাপ্তেতু গোবিন্দে চৈতন্যাখ্যোভবিষ্যতি॥

৩৭। মুণ্ডুকোপনিষদি। যথা—

যদা পশ্য পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

৩৮। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে কপিলের উক্তি। যথা—

সর্ব্বেশ্বরো বাসুদেবঃ সুবর্ণপঙ্কজদ্যুতিঃ। ইত্যাদি।

(বাসুদেব কেবল গৌর অবতারেই সুবর্ণপঙ্কজদ্যুতি ধারণ করিয়াছেন। অতএব উহা দ্বারা গৌরাঙ্গকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।)

৩৯। অথর্ব্ববেদান্তর্গতঃ চৈতন্যোপনিষদি। যথা—

একোদেবঃ সর্ব্বরূপী মহাত্মা গৌরোরক্তশ্যামল—
শ্বেতরূপঃ চৈতন্যাত্মা স বৈ চৈতন্যশক্তিঃ
ভক্তাকারো ভক্তিদো ভক্তিবেদ্যঃ।

৪০। লঘুভাগবতামৃতে। যথা—

স্তবত্যাচ শ্রিয়া দেব্যা নিষেব্যত ইলাবৃতে।
শুদ্ধজাম্বুনদ প্রখ্যস্ন রুচিন্ন মে ঘনচ্ছবিঃ ॥

(পণ্ডিত ব্যক্তিগণ উল্লিখিত শাস্ত্রোদ্ধৃত শ্লোক সমূহের ব্যাখ্যা ও বিচার করিলেই গৌরাঙ্গ শ্রীভগবান বা অবতার কি না, তাহা বুঝিতে পারিবেন। যদি শ্লোকের প্রতি সন্দেহ হয়, তবে ঐ সমস্ত শ্লোক মূলগ্রন্থে আছে কি না, দেখিয়া লইবেন, এই প্রার্থনা করি।)

সমাপ্ত

সিদ্ধান্ত-সমন্বয়

—ঃ০ঃ—

সমগ্র ভারতবর্ষের সহস্র সহস্র দার্শনিক পণ্ডিত ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ মহানুভবগণ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শ্রীচরণ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকেই স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া অর্চ্চনা করিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তা সমর্থন করিয়া শত শত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা সেই সকল বিচার-গ্রন্থ পাঠ করিলে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের স্বয়ং ভগবত্তা সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ পাইবেন। তবে যাঁহারা কেবল শুষ্ক তার্কিক ও ভগবৎ-দর্শনাদিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ তাদৃশ পণ্ডিতম্মন্য অজ্ঞদিগের অজ্ঞতা চিরদিনই থাকিয়া যাইবে। তাঁহাদের অশেষজন্ম-উপচিত অবিদ্যা-মোহ-খণ্ডনের একমাত্র উপায়—ভগবৎকৃপা। অসুরপ্রকৃতি লোকেরা কখনও ভগবত্তত্ত্ব জানিতে পারে না। তজ্জন্য শাস্ত্রকার লিখিয়াছেন,—

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ,
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ,
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্।

সিদ্ধপুরুষ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন,—

প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌলিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভাব॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যথা সূর্য্যের কিরণ॥

অসুর-স্বভাবে কৃষ্ণ কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তগণ-স্থানে॥

ফলতঃ মহর্ষিগণের মানসনেত্র-সমক্ষেই ভগবত্তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়। তাঁহারাই শ্রীভগবত্তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, অপরে পারে না। কিন্তু পাষণ্ড-প্রকৃতিক লোকেরা বুঝাইলেও বুঝিতে চেষ্টা করে না, ইহা স্বাভাবিক। তথাপি পরমকারুণিক শাস্ত্রকারগণ শাস্ত্রযুক্তিময় সিদ্ধান্তদ্বারা শ্রীশ্রীগৌর ভগবানের পরমতত্ত্ব অনেক প্রকারে বুঝাইয়াছেন। এস্থলে সুবিজ্ঞ বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীমৎ শ্রীজীবগোস্বামি-মহোদয়ের সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিচারের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে তদ্‌যথা,—

অথ শ্রীভাগবতসন্দর্ভনামানং গ্রন্থমারভমাণো মহাভাগবতকোটিবহি-রন্তর্দৃষ্টিনিষ্টঙ্কিতভগবদ্ভাবনিজাবতারপ্রচার-প্রচারিতস্বস্বরূপভগবৎপদকমলাব-লম্বিদুর্লভ-প্রেমপীযূষময়গঙ্গাপ্রবাহসহস্রস্বসংপ্রদায়সহস্রাধিদৈবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যনামানং শ্রীভগবন্তং কলিযুগেঽস্মিন্ বৈষ্ণবজনোপাস্যাবতারতয়ার্থ-বিশেষালিঙ্গিতেন শ্রীভাগবতপদ্যসম্বাদেন স্তৌতি। শ্রীকৃষ্ণেতি একাদশস্কন্ধে কলিযুগোপাস্যপ্রসঙ্গপদ্যমিদং। অর্থশ্চ ত্বিষা কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণো গৌরস্তং কলৌ সুমেধসো যজন্তি। গৌরত্বঞ্চাস্য,—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

ইত্যত্র পরিশেষ্যপ্রমাণলব্ধং। ইদানীমেতদবতারাস্পদত্বেনাভিখ্যাতে দ্বাপরে কৃষ্ণতাং গত ইত্যুক্তেঃ। শুক্লরক্তয়োঃ সত্যত্রেতাগতত্বেনৈকাদশে এব বর্ণিতত্বাচ্চ। পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনতদবতারাপেক্ষয়া। উক্তঞ্চ একা-দশ এব দ্বাপরোপাস্যত্ব-শ্রীকৃষ্ণস্য শ্যামত্বমহারাজত্ববাসুদেবাদিচতুর্মূর্ত্তিত্ব-লক্ষণতল্লিঙ্গকথনেন,—

"দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতাবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎস্যাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥
তং তদা পুরুষং মর্ত্যা মহারাজোপলক্ষণং।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ॥
নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ"। ইতি॥

অতোবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদৌ যচ্চ দ্বাপরে শুকপক্ষবর্ণত্বং, কলৌ নীলঘনবর্ণত্বং শ্রুতং, তদপি যদা শ্রীকৃষ্ণাবতারো নস্যাৎ তদ্ দ্বাপরবিষয়মেব মন্তব্যম্। এবঞ্চ যদ্ দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণোঽবতরতি তদেব কলৌ গৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্যলব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি, তদব্যভি-চারাৎ। অতএব যৎবিষ্ণুধর্ম্মে নির্ণীতম্ঃ—

প্রত্যক্ষরূপধৃগ্দেবোদৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।
কৃতাদিষ্বেব তেনৈব ত্রিযুগং পরিপঠ্যতে॥
কলেরন্তেচ সংপ্রাপ্তে কল্কিনং ব্রহ্মবাদিনং
অনুপ্রবিশ্য কুরুতে বাসুদেবো জগৎস্থিতিমিত্যাদি—তদপ্যমর্যা-

দৈশ্বর্য্যকৃষ্ণত্বেনৈবাতিক্রান্তম্। তস্য কলিপ্রথমব্যাপ্তিদর্শনাৎ। তদেব তদা-বির্ভবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণদ্বারা ব্যনক্তি। "কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণেত্যেতৌবর্ণৌ যত্র যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনাম্নি শ্রীকৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলং প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ। তৃতীয়ে এবমুদ্ধববাক্যে "সমাহুতা" ইত্যাদি পদ্যে "শ্রিয়ঃ সবর্ণে"ত্যাত্রটীকায়াং শ্রিয়োরুক্মিণ্যাঃ সমানং বর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য স শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্মীত্যপি দৃশ্যতে। যদ্বা কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশপরমানন্দ-বিলাসস্মরণোল্লাসবশতয়া স্বয়ং গায়তি। পরমকারুণিকতা চ সর্ব্বেভ্যোপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তং অথবা স্বয়মকৃষ্ণং গৌরং ত্বিষা স্ব-শোভাবিশেষেণৈব কৃষ্ণোপদ্রষ্টারঞ্চ যদ্দর্শনেনৈব সর্ব্বেষাং শ্রীকৃষ্ণঃ স্ফুরতী-

ত্যর্থঃ। কিঞ্চ সর্ব্বলোকদৃষ্টাবকৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তিবিশেষদৃষ্টৌ ত্বিষা প্রকাশ-বিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং তাদৃশ শ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ। তস্মাত্তস্মিন্ সর্ব্বথা শ্রীকৃষ্ণস্যৈব প্রকাশাৎ তস্যৈব সাক্ষাদাবির্ভাবঃ সঃ ইতি। তস্য শ্রীভগবত্ত্বমেব স্ফুটয়তি—সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং। বহুভির্মহানুভাবৈঃ সকৃদেব তথা দৃষ্টোঽসাবিতি গৌড়বরেন্দ্রবঙ্গশুঙ্কোৎকলাদিদেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ। তথাঙ্গান্যেব পরমমনোহরত্বাৎ; উপাঙ্গানি ভূষণাদীনি মহাপ্রভাববত্ত্বাৎ তান্যেবাস্ত্রাণি সর্ব্বদৈকান্তগামিত্বাৎ তান্যেব পার্ষদাঃ। যদ্বা অত্যন্তপ্রেমাস্পদত্বাৎ তত্তুল্যা এব পার্ষদাঃ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমহানুভাবপ্রভৃতয়ঃ, তৈঃ সহ বর্ত্তমানমিতি-চার্থান্তরেন বক্তব্যং। তমেবম্ভূতং কৈর্যজন্তি? যজ্ঞৈঃ পূজাসম্ভারৈঃ। "ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবা" ইত্যুক্তেঃ। তত্র চ বিশেষণেন তমেবাভিধেয়ং ব্যনক্তি। সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈস্তথা সঙ্কীর্ত্তন-প্রধানস্য তদাশ্রিতেষ্বেব দর্শনাৎ স এবাভিধেয় ইতি স্পষ্টম্। তদেব সর্ব্ব-মবধার্য্যমিতি পরমোৎকৃষ্টেনার্থেন তমেব স্তৌতি :—অন্তঃকৃষ্ণমিত্যাদিনা। দর্শিতশ্চৈতৎ পরমবিদ্বচ্ছিরোমণিনা শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যেণ :—

> কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
> প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
> আভির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
> গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ইতি।

এই সিদ্ধান্ত অকাট্য। সন্দেহবাদীরা মৌখিক তর্ক না করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া সন্দেহ জ্ঞাপন করিলে তাঁহাদের সন্দেহ বা প্রতিবাদের উত্তর প্রবন্ধাকারেই প্রদত্ত হইবে।

শ্রীগৌর-তত্ত্ব-নিরূপণম্।

-০ঃ*ঃ০—

যৎপাদাম্বুরুহধ্যানাত্তুষ্টোঽন্তর্য্যামি-পুরুষঃ।
মাং প্রেরয়ত্যত্র তং সংনৌমি শ্রীরঘুনন্দনম্॥

তত্র শ্রীশ শচীনন্দনঃ কিং তত্ত্বমিত্যপেক্ষায়াং প্রমাণান্যপেক্ষ্যন্তে, যতঃ প্রমাণানি বিনা প্রমেয়ং ন সিদ্ধতীতি। অতোঽষ্টৌ প্রমাণানি তীর্থকারৈরুক্তানি; যথা প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দার্থাপত্ত্যানুপলব্ধিসম্ভবৈতিহ্যানীতি। তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রস্য ভগবত্ত্বে প্রত্যক্ষপ্রমাণং তল্লীলাপ্রতিপাদকতাৎকালিক গ্রন্থেষু বহুতরং সুস্পষ্টমস্তি। ভগবত্ত্বং খলু—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্তলক্ষণাক্রান্তত্বম্ তত্রৈশ্বর্য্যং দুর্ব্বিতর্ক্যশক্তিপ্রকটনম্,—অত্র ষড়ভুজত্বপ্রকাশনাদি, বীর্য্যং পরাক্রমঃ,—অত্র সপরিবারকলিজেতৃত্বম্। শ্রীরত্নমূর্ত্তিশোভা। জ্ঞানং বিদ্যাদি, তত্তু দিগ্বিজয়িজয়েন প্রকটিতমস্তি। অন্যানি তু প্রসিদ্ধানি অধুনাপি প্রতিপদ্যতে, শ্রীজগন্নাথাদ্যর্চ্চাস্থাপনবৎ, শ্রীগৌরস্যার্চ্চাস্থাপনং তৎকালাবধি, বহুষু স্থানেষু দৃশ্যতে।

তেন চ মানসসিদ্ধিশ্চ। কিঞ্চ তদ্ভক্তানাঞ্চ তত্তল্লীলাশ্রবণেন চ, অষ্টৌ সাত্ত্বিকভাবা দৃশ্যন্তে। নতু শ্রীশিবাবতারশঙ্করাচার্য্যশ্রীলক্ষণাবতারশ্রীরামানুজাচার্য্যশ্রীজয়দেবাদীনামর্চ্চাস্থাপনং কুত্রাপি দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ, তেষাং নামাদি কীর্ত্তনঞ্চ। অতঃ তস্য ভগবত্ত্বং প্রত্যক্ষপ্রমাণলব্ধমিতি॥১॥

অত্রকেচিদাহুঃ,—অনুমানানুকুলং প্রত্যক্ষং প্রমাণং ভবিতুমর্হতি, ন কেবলং ঐন্দ্রজালিককল্পিতমুদ্রাদীনাং প্রত্যক্ষত্বেপি, সত্যত্বাভাবেন কার্য্যজননাক্ষমত্বাৎ। অতোঽনুমানেন তস্য ভগবত্ত্বাঘটনাৎ ভবদুক্তং কথং ঘটতে? তথাচ তস্য প্রশস্তভক্তিনিষ্ঠাশ্রবণাৎ ভক্ত-মুখ্য এব ভবিতু মর্হতি যথা

নারদাদিঃ যো নৈবং স নৈবং যথা রামনৃসিংহবামনাদি তন্মন্দং। কেবলানুমানেন তত্ত্বনির্ণয়াসিদ্ধেঃ। শ্রীমহেশঈশ্বরোভবিতুং নার্হতি তাদৃশৈশ্বর্য্য প্রকাশাশ্রবণাৎ, বটমূলনিবাসিত্বাৎ, জটাভস্মাস্থিধারিত্বাৎ, শ্মশানবিহারিত্বাচ্চ; যথা—কাপালিকাদিঃ। যো নৈবং,—স নৈবং যথা শ্রীনারায়ণঃ কিঞ্চ ইন্দ্র ঈশ্বরোভবিতু মর্হতি, সর্ব্বসুখময়স্বর্গবাসিত্বাৎ দেবরাজত্বান্মহাবৈভবযুক্তত্বাচ্চ, যথা—ব্রহ্মা, যো নৈব স নৈবং, যথা রক্ষাদিঃ। পশ্য শ্রীশিবস্যেশ্বরতা সর্ব্বশাস্ত্রৈরেব সাধিতা, কিন্তু এতাদৃক্ অনুমানেনানিশ্চয়তা প্রতিপাদ্যতে, তথেন্দ্রস্য বৈপরীত্যমতোঽনুমানং স্বাতন্ত্র্যেন তত্ত্বসাধনে ন ক্ষমমিতি। কিঞ্চ গ্রহাণাং বক্রাতিচারাদৌ মায়ামুণ্ডাবলোকনাদৌ বানুমানস্য পরাহতত্বাৎ, কেবলানুমানং ন প্রমাণমিতি। যতঃ শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি ব্রহ্মসূত্রেণ শাস্ত্রস্য জ্ঞানকারণত্বমুক্তং, নত্বনুমানস্য।

শাস্ত্রমেব যোনির্জ্ঞানকারণং যস্যেতি, তত্ত্বাদিতি সূত্রার্থঃ কিঞ্চ তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিতি ব্রহ্মসূত্রেণ তর্কস্যানাদরঃ কৃতএব। এবমাহ শ্রুতিঃ। নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেন সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠেতি তর্কস্ত্বনুমানগৃহীত এব।

"শুষ্কতর্কং পরিত্যজ্য আশ্রয়স্ব শ্রুতিস্মৃতী"

ইতি ভারতবাক্যাৎ।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যেভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ"

ইতি স্কান্দাচ্চ, অতোনানুমানং স্বাতন্ত্রেণ প্রমাণমিতি, কিন্তু শাস্ত্রানুসারিচেৎ তদা প্রমাণমেব "শ্রোতব্যোমন্তব্য" ইতিশ্রুতেঃ।

শাস্ত্রানুসারি অনুমানং যথা ;—

"শ্রীশচীনন্দনো ভগবানেব"।

স্বধর্ম্মপ্রবক্তৃত্বাৎ অসুরপ্রকৃতিকজনবিদ্বেষার্হত্বাৎ সাধুজনশর্ম্মদাতৃত্বাৎ জগন্নাথমাধবাদি পাপিষ্ঠজন মোচকত্বাচ্চ। যথা—"শ্রীকৃষ্ণঃ, যো নৈবং স নৈবং যথা জরাসন্ধনরকাদি অতএব তৎসদনুমানমিতি ॥২॥

উপমানমপ্যস্যভগবত্ত্বসাধনে পর্য্যাপ্তং ভবতি, যথা—শ্রীকৃষ্ণ ইব গৌর-চন্দ্রঃ, নরলীলা সাধর্ম্ম্যেণ সংস্থানতুল্যত্বেন, স্বভক্তিদাতৃত্বেন জীবানাং মোচক-ত্বেন চ সাদৃশ্যাৎ।

গোবদ্ গবয় ইতিবাক্যে সাস্নাদিভিন্নসংস্থানতুল্যত্বেন গবয়স্য গো সাদৃশ্যাৎ, তৎপিণ্ডজ্ঞানং ভবতি, তথাত্র কৃষ্ণবলাস্ত্রাদিধারণরাহিত্যেন, স্বরূপস্য তুল্যত্বাৎ রামরাবণয়োর্যুদ্ধো রামরাবণয়োরিবেতিবৎ অভেদোপমানেনাস্য ভগবত্তা সিদ্ধতীতি ॥৩॥

নন্থ প্রত্যক্ষানুমানোপমানৈস্তস্য ভগবত্তা সাধিতৈব। কিন্তু তানি শব্দ-মূলানীতি ফলেন প্রতিপাদিতং শব্দস্যাপ্তবাক্যমেব অতঃ শব্দপ্রমাণং দর্শতাং নাম যেন সর্ব্বেষাং প্রতীতির্জায়তে সাধু সাধু সাবধানং শৃণুত।

তথাচ শ্রীভবদ্গীতায়াং ঃ—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মংসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

ইতি যদা যদাহীতি যুগে যুগে ইতি বিপ্সায়াং প্রতিযুগে তস্যাবতরণং প্রতীয়তে, অতঃ কলাবপ্যবতার প্রাপ্তএব। যত্তু "প্রত্যক্ষরূপধৃগ্দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ। অতএবহি শাস্ত্রাদৌ ত্রিযুগ পরিপঠ্যতে" ইত্যাদি শ্রূয়তে তত্তু ন কলিযুগাবতার নিষেধপরং, কিন্তু শুক্লাদিবৎ যুগাবতারলক্ষণং চতুর্ভুজাদিরূপং ধৃত্বা ন দৃশ্যতে। অয়ন্তু প্রেয়সীবর্ণভাবমাশ্রিত্য ভক্তবল্মন্যতয়া দৃশ্যতে মোহিনীবৎ।

অতএব বৃহন্নারদীয়ে চৈবমুক্তং ঃ—

"অহমেব কলৌ বিপ্র নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বথা ॥"

ইতি অত্র প্রচ্ছন্নত্বং প্রেয়সীত্বিষাবৃতত্বমিতি ব্যাখ্যাতারঃ কেচিত্তু চতুর্ভুজত্বাদ্যাহরণমিত্যাহুঃ।

অতএব শ্রীপ্রহ্লাদেন ঃ—

"ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ,
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসিং জগৎ প্রতিপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
চ্ছন্নকলৌ যদভবস্ত্রিযুগোথ স ত্বম্॥" ইতি

যুগানুবৃত্তং ধর্ম্মমিতি ;—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

ইতি বচনেন কলৌ হরিকীর্ত্তনং যুগানুবৃত্তং ধর্ম্মঃ। তং শ্রীগৌররূপেণ ত্বং পাসীত্যর্থঃ। নন্বেবং তবাভিমতে মম ত্রিযুগনাম্নো ব্যাকোপঃ স্যাৎ। তত্রাহ চ্ছন্নকলাবিতি চ্ছন্নত্বং রূপভাবান্তরাপত্তিঃ। শ্রীঅজিতস্য মোহিনীরূপবৎ শ্রীশিবস্য কিরাতবেশভাববচ্চ। অতঃ কলৌ যুগাবতারঃ সিদ্ধ্যত্যেব।

নন্বেবং ছন্নাবতারত্বং সিদ্ধতু নামবর্ণান্তরেণচ্ছন্নত্বং সম্ভবতি কুতঃ পীতবর্ণত্বং যেন চ প্রেয়সীবর্ণ চ উৎপ্রেক্ষ্যতে, নৈবং তত্র শ্রীগর্গাচার্য্য বচনমস্তি, যথা,—

"শুক্লো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"

ইতি পারিশেষ্যাৎ বিদ্যুৎগৌরকান্তিক ইত্যর্থঃ। এষ তু প্রাচীনতদবতারাপেক্ষয়োক্তস্তথেত্যনন্তরং পীতকৃষ্ণয়োঃ সান্নিদ্ধাৎ যত্র কলিসন্ধ্যাং ত্বং শ্রীকৃষ্ণোঽবতরতি তস্মিন্ কলাবয়মপি। অতএব শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে ঃ—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গবরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গাদি ইতি!"

এষামর্থঃ হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজামিতি শ্রীসূক্তাৎ; হিরণ্য-বর্ণাং, শ্রীরাধারূপা যাঃ লক্ষ্মীস্তাং বর্ণভাবাদিনা অনুকরোতীতি, "নাম নিঙ্‌ন্তাস্ত ইনন্ত" ইতি দৃঙ্‌দিত্যান্তঃ। রাধাভাব বর্ণযুক্ত ইত্যর্থঃ—

"যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনি" মিত্যাদি-মুণ্ডকশ্রুতেঃ

হেমসুবর্ণং তদঙ্গ্যতে জ্ঞায়তে যেন সঃ সর্ব্বে গত্যর্থাঃ, গণনার্থা ইতি শাসনাৎ, যদ্বর্ণ নিদর্শনেন হেমজ্ঞানং ভবতি অন্যথা পৌনরুক্ত্যাপত্তিঃ স্যাৎ। বরো মহান্ অঙ্গং গাত্রং যস্য মহাপুরুষ ইত্যর্থঃ।

"মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈবপ্রবর্ত্তকঃ"

ইতি শ্বেতাশ্বতরাণামুপনিষদঃ।

চন্দনপঙ্কেন রচিতং যদঙ্গদং কেয়ূরং তদ্বিশিষ্টঃ অবতারান্তরে রত্নাদি-নির্ম্মিতকেয়ূরধারী ভবতি ইত্যস্যৈব বৈশিষ্টবোধকমেতদিত্যর্থঃ।

যতঃ সন্ন্যাসকরণাৎ ত্যক্তভূষণঃ। অতএব তৎস্তোত্রে "সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ" ইতি এষামর্থঃ। সন্ন্যাসং তদাশ্রমধর্ম্মং কৌপীনদণ্ডকমণ্ডলুমাশ্রয়তে, যঃ সন্ন্যাসকৃৎ এতত্তু শ্রীগৌরস্যাসাধারণং নাম অন্যাবতারে তদনাশ্রয়ণাৎ। যত্তু শ্রীঋষভস্য প্রব্রজ্যা শ্রূয়তে তত্তু "আশ্রমাদা-শ্রমং গচ্ছেচ্চরেদবিধিগোচর" ইত্যেকাদশস্কন্ধীয় শ্রীভগবদ্বাক্যাৎ :—

"চতুরাশ্রমাতীতপারমহংস্য ধর্ম্মাশ্রয়াদিতি।"

তথাচ পঞ্চমস্কন্ধে,—

"এবমনুশাস্যাতমজান্ স্বয়মনুশিষ্টামপি লোকানুশাসনার্থং, মহানুভাবঃ, পরমসুহৃদ্ভগবান্ ঋষভোপদেশ উপশমশীলানামুপরতকর্ম্মণাং মুনীনাং ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং পারমহংস্যমুপশিক্ষমানস্বতনয়শতজেষ্ঠং পরম-ভাগবতং ভগবজ্জনপরায়ণং ভবিতুং, ধরণীতলপরিপালনায়াভিষিচ্য স্বয়ং ভবন এবোর্ব্বরিত। শরীরমাত্রপরিগ্রহ উন্মত্তইব গগনপরিধানঃ ব্রহ্মাবর্ত্তাৎ

প্রবব্রাজেতি। অত্র তস্য নগ্নত্বং কেশবারকত্বাদিঃ শ্রূয়তে, অতো ন সন্ন্যাসাশ্রমণং কৃতমিতি, অতঃ পরিশেষ্যত্বেন শ্রীগৌরো লভ্যতে ইতি।

কলিপাপং শময়তীতি শমঃ। জনানাং কলিপাপশমনে যা চিন্তাসীৎ স নিবৃত্তো ভূত ইতিশান্তঃ

তথা নিষ্ঠা :—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজামাহম্।"

ইতি স্বস্য স্থিরতা তস্যা শান্তিরূপশমোযত্র সঃ করুণাইব অভজতোপি, ভজনাৎ। অতঃ পরায়ণং ভক্তা আত্মীয়া স্তদ্ভিন্নাঃ পরে তেষামপ্যাশ্রয়মিতার্থঃ।

অথ শ্রীগৌরস্যাবতারতা সুষ্টু সুসিদ্ধা এব, এবং বেদস্তুতৌ চ "দূরবগমাত্মতত্ত্বনিগময়ে, তবাত্ততনো শ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণঃ ন পরিলসন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্চতে। চরণ সরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহা" ইতি।

অস্যার্থঃ।—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং প্রাপয়তি" ইতি শ্রুতে "ভক্ত্যাহমেকয়াগ্রাহ্য" ইতি ভগবদ্বচনাচ্চ; ভগবৎপ্রাপ্ত্যর্থং ভক্তিরেব কর্ত্তব্যা নাপবর্গাদিসাধনং, অতঃকরুণয়া কেবলভক্তিশিক্ষনার্থং ভক্তরূপেণ যস্তং গৌরাবতারং কৃতবানিত্যাহুদুরবগমেতি।

ভোগৈশ্বরৈর্দুর্ব্বোধং যদাত্মতত্ত্বং শুদ্ধভক্তিবেদ্যত্বং, তস্য নিগমায় জ্ঞাপনায়, তবাত্মতনোরাবিষ্কৃতমূর্ত্তেরিতি, শুদ্ধভক্তিশিক্ষানার্থমবতরণং তু, শ্রীগৌরস্যৈব নান্যাবতারস্যেতি বিবেচনীয়ং। অতঃপরং শ্রীস্বামিপাদটীকাচরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণাঃ চরিতমেব মহামৃতাব্ধি তস্মিন্ পরিবর্ত্তঃ বিগাহ স্তেন পরিশ্রমণাঃ পরিবর্জ্জনার্থাঃ, শ্রমণং শ্রমঃ গতশ্রমা ইত্যার্থঃ।

অপবর্গমপি কেচিন্ন পরিলষন্তি নেচ্ছন্তি, কুতো অন্যদিন্দ্রপদাদিঃ কেচিদিতি এবম্ভূতা ভক্তিরসিকা বিরলা ইতি দর্শয়ন্তি। ন কেবলমন্যন্নিচ্ছন্তি কিন্তু

তেনৈব সুখেন পূর্ণাঃ সন্তঃ পূর্ব্বসিদ্ধং গৃহাদিসুখ মপ্যুপেক্ষন্তে ইত্যাহ। তে চরণসরোরুহহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহা ইতি, তব চরণসরোজহংস ইব রমমাণা যে ভক্তা স্তেষাং কুলং তেন সঙ্গ স্তেন বিসৃষ্টা গৃহা যৈ স্তে তথা অনেন শ্রবণকীর্ত্তনে দর্শিতে ইতি। এতেষাং উদাহরণন্তু শ্রীরূপসনাতন-গোস্বামিপ্রভৃতয়ঃ, তৎসঙ্গত্যক্তগৃহাঃ। শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভৃতয়ঃ অনেন শ্রবণকীর্ত্তনে দর্শিতে ইত্যনেনাস্যাবতারস্য শ্রবণকীর্ত্তনপ্রধানং যজনমিত্য-বগমাৎ ঃ—

"যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।"

ইত্যনেনৈকার্থতা সম্পদ্যাত ইত্যবধেয়ম্।

প্রতিযুগং ভগবদবতারো বেদস্তুতৌ যথা—

"ত্বদবগমী ন বেত্তিভবদুত্থশুভাশুভয়ো
র্গুণবিগুণান্বয়াংস্তর্হি দেহভৃতাঞ্চ গিরঃ।
অনুযুগমন্বহং সগুণগীতপরম্পরয়া
শ্রবণভৃতো যতস্তমপবর্গগতির্মনুজৈরিতি ॥

অস্যার্থঃ—নন্নু যদি কামজটাত্যাগো যোগিনামপিদুষ্কর স্তদা কেষামপি মুক্তির্মাভূৎ। মুক্তিনামতু কথামাত্রমেব তদা কিমর্থং বা মুমুক্ষবো মাং ভজেয়ু স্তত্রাহ তদবগমীতি।

যর্হি অন্বহং মনুজৈস্ত্বং শ্রবণভৃতঃ শ্রবণেন চেতসি ধৃতঃ, শ্রবণং কীর্ত্তনাদিনা মুপলক্ষণ তর্হি তেষামপবর্গগতিঃ অপবর্গরূপা গতির্যস্মাত্তথা ভবসি, তদৈব মুক্তিঃ স্যাদিত্যর্থঃ।

যতোভবদুত্থশুভাশুভয়োর্গুণবিগুণান্বয়ান্ দেহভৃতাঞ্চ গিরো ন বেত্তি কথং শ্রবণভৃতঃ অনুযুগং প্রতিযুগং লক্ষীকৃত্য যা সগুণগীতপরম্পরয়া তত্তদ্ যুগাবতারলীলাসম্বলিতগীতপরম্পরা উপদেশসন্ততিঃ। তয়া সম্প্রদায়ানু-সারেত্যর্থঃ। তত্তদ্‌যুগগীতং ক্রমেণ যথৈকাদশে ;—

"হংসঃ সুপর্ণো বৈকুণ্ঠোধর্ম্মোযোগেশ্বরোঽমলঃ।
ঈশ্বরঃ পুরুষোব্যক্তঃ পরমাত্মেতি গীয়তে॥"
"বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্ব্বদেব উরুক্রমঃ।
বৃষাকপির্জয়ন্তশ্চ উরুগায় ইতীর্য্যতে॥"
"নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায়চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥"
"নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ॥"

ধ্যেয়ং সদেতি, ত্যক্ত্বাসুদুস্তজেতি এতদপরত্র ব্যাখ্যাস্যাম। এতেন প্রতিযুগং ভগবদবতারঃ সাধিতঃ। কিঞ্চ মাৎস্যে ভূমিস্তুতৌ ঃ—

মম ভারাবতরণং জগতোঽহিতকাম্যয়া॥"

ইত্যত্র "কলৌ ভগবদবতরণং নাস্তি" ইতিবাক্যন্ত অদীর্ঘদর্শিনামেবেতি। নন্বেবং ভবতু তথাত্বং ভগবতোঽবতরণে মদ্ধর্ম্মরক্ষণং সাধুজনপরিত্রাণঞ্চ হেতুত্বেন ভবতা এব দর্শিতং। শ্রীকৃষ্ণেন তত্তৎ সাধিতমেব; কিঞ্চ—

"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতস্য স্থিত্যা তত্তৎকার্য্যসিদ্ধেঃ। কিমর্থমল্পকালেন পুনস্তস্যাবতরণং যুজ্যতে? অত্রোচ্যতে দেবদ্বিষাং নিগমবর্ত্তনিষ্ঠিতানাং পূর্ভির্ময়েন রচিতাভিরদৃশ্যমূর্ত্তিভিঃ।

লোকান্…মোহয়মতি প্রলোভং।

বহুভাষ্যতয়োপধর্ম্মং পাষণ্ডধর্ম্মমিতি টীকাব্যাখ্যানাচ্চ পাষণ্ডধর্ম্মেন, বেদোক্তধর্ম্মঃ প্রায়োলুপ্ত এব তেনচ সাধুজনপীড়া চ বিঘটিতা। কিঞ্চ ঃ—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমুচ্যতে
ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা।
ব্রাহ্মণশ্চাপরং রূপং নিগুর্ণং বক্ষ্যতে ময়া।
সর্ব্বস্য জগতোপ্যস্য মোহনার্থং কলৌ যুগে॥"

ইতি পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডীয় শ্রীশিববাক্যাৎ, মায়াবাদ প্রচারেণ ভাগবতীয় শাসনং লুপ্তমেবাভূৎ। অতস্তত্তৎ সংরক্ষণার্থায় অবতরণমবশ্যমপেক্ষ্যত এবাতো নাত্র বিদ্বেষাবসরঃ। নন্বেবং শ্রুতিস্মৃত্যাদিবচনেনাস্যাবতারত্বং যৎ সুষ্ঠু সাধিতং তত্তু শ্রুত্যাদিনামপ্রমাণ্যং মননযাতং, নরকপাতক ভয়াদস্মাভিরপিস্বীকৃতমেব। যৎ পূর্ব্বমুক্তং, অয়ন্তু প্রেয়সীবর্ণভাবমাশ্রিত্য ভক্তধর্ম্মন্যতয়া দৃশ্যতে ইতি, পরত্র চ প্রেয়সী সা রাধিকারূপা লক্ষ্মীরিতি শ্রীরাধাতু শ্রীকৃষ্ণস্যৈব প্রেয়সীতি সর্ব্বশাস্ত্র প্রসিদ্ধা, ফলেন শ্রীকৃষ্ণস্যৈব গৌররূপেণাবতরণং প্রতিপাদিতং, তত্তু স্পষ্টপ্রমাণংবিনা বয়ং কথং প্রতীম। সাধুসাধু শ্রূয়তাং। সর্ব্ব দেশবিখ্যাতরাজতয়াবিদিত রাধাকান্তদেবরচিতশব্দকল্পদ্রুমে যথা ঃ—

"শ্রুত্বাতু কলিধর্ম্মাংস্তান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় প্রোবাচ মধুসূদনং॥
ভবিষ্যতি কলৌ কেনোপায়েন ধর্ম্মপালনং।
ভক্তিমার্গস্থিতিঃ কস্মাৎ তাবদস্য জগৎগুরো॥"

শ্রীভগবানুবাচ—

"অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজগণৈঃ সহ।
শচীগর্ভে নবদ্বীপে স্বর্ধ্নিপরিবারিতে॥
অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন প্রকাশ্যং বহির্ম্মুখে।
ভক্তাবতারভক্তাখ্যং ভক্তং ভক্তিপ্রদং স্বয়ং॥
মন্মায়া মোহিতাঃ কেচিৎ ন জ্ঞাস্যন্তি বহির্ম্মুখাঃ।
জ্ঞাস্যন্তি মদ্ভক্তিযুতাঃ সাধবোন্যাসিনোঽমলাঃ॥

কৃষ্ণাবতারকালে যাঃ স্ত্রীয়ো যে পুরুষাঃ প্রিয়াঃ।
কলৌ তেঽবতরিষ্যন্তি শ্রীদামসুবলাদয়ঃ॥
চতুঃষষ্টিমহান্তাস্তে গোপাঃ দ্বাদশবালকাঃ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহং॥
কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যাম্যহং পুনঃ।
কৃষ্ণচৈতন্যগৌরাঙ্গো গৌরচন্দ্রো গৌরহরিঃ॥
শচীসুতা প্রভুর্গৌরো নামানি ভক্তিদানি মে॥
গচ্ছন্তু ভুবি তে পুত্রা জায়ন্তাং ভক্তরূপিণঃ।
ধর্ম্মসংস্থাপনং কালে কুর্ব্বন্তু তে মমাজ্ঞয়া॥

ইত্যাদিনা অনন্তসংহিতায়াং শ্রীচৈতন্যজন্মখণ্ডীয় সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ো লিখিতঃ।

গৌরাঙ্গং গৌরদীপ্তাঙ্গং পঠেৎ স্তোত্রং কৃতাঞ্জলিঃ।
নন্দগোপসুতঞ্চৈব নমস্যামি গদাগ্রজম্॥

ইতি ব্রহ্মজামলে চৈতন্যকল্পে চৈতন্যস্তবশ্চ।

গৌরাঙ্গো নাদগম্ভীরস্বনামামৃতলালসঃ।

ইতি কৃষ্ণজামলে চ লিখিতং এবং সাধনোল্লাসতন্ত্রে নবমপটলে ঃ—

যা কালী সৈব তারা স্যাৎ যা তারা ত্রিপুরা হি সা।
ত্রিপুরা যা মহাবিদ্যা সৈব রাধা ন সংশয়ঃ॥
যা রাধা সৈব কৃষ্ণঃ স্যাৎ যঃ কৃষ্ণঃ স শচীসুতঃ॥

ইতি দেবতানাং প্রাধান্যজ্ঞানপ্রশ্নে শক্তীনাং প্রাধান্যবিবক্ষয়োক্তজ্ঞেয়ম্

"শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ"

শক্তিঃখলু ন পুমান্ ভবতি, শ্রীরাধায়াঃ কৃষ্ণস্বরূপং ন যুজ্যতে, ইতিতত্ত্বং শক্তিশক্তিমতোরভেদাদিতি কেচিৎ সমাদধতে, অতএব শ্রীগৌরশ্রীকৃষ্ণস্য প্রকাশ সিদ্ধ ইতিঃ।

গোলোকে নবদ্বীপে চৈকদা বিরহণাৎ, নতুতন্ত্রে, "শ্রীকৃষ্ণস্য প্রকাশোঽস্য-ত্বুপাসনা বিধির শ্রবণাৎ ভবদ্ভিঃ কথমুপাসনা ক্রিয়তে"—মৈবং বাদীঃ।

"সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীশ্রীভাগবতমিষ্যতে
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্রস্যাদ্রতিকচিৎ।"

ইতি ভাগবতে।

ততঃ শ্রীভাগবতমত্র প্রমাণমস্তি তথৈকাদশে নিমিনৃপতিনা স্পৃষ্টঃ শ্রীঋষভদেবসূতঃ শ্রীকরভাজনো যোগী আহ "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃপীত-বাসানিজায়ুধঃ" ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণাবতারমুক্ত্বা—"নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃন্বিতি" তমবধারয়ন্নাহ কৃষ্ণেতিত্রিভিঃ।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণাবতারঃ কলিযুগাবতারঃ পূর্ব্ববদাহ। কৃষ্ণেতি ত্বিষা কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণো গৌরস্তং সুমেধসো যজন্তি ইত্যাদি সমগ্র টীকা,—এতেন অস্য বেদারভ্য তমবগম্যতে। তথাচ :—

"শাখাসহস্রং নিগমদ্রুমস্য
প্রত্যক্ষ সিদ্ধো ন সমগ্র এষঃ।
পুরাণগীতৈরবিগীতাশিষ্টা
চারৈশ্চতস্যাবয়বোঽনুমেয়ঃ॥"

ইতি প্রাচীনৈরুক্তং অতএব অবিগীতশিষ্টাচারত্ববেদত্বমিতি সিদ্ধমিতি। যদ্বা কলাবপি তথেতি যত্ত্ব স্বয়ংভগবৎ শ্রীকৃষ্ণাবতারঃ কলাবপি তথা তৎ-সদৃশোঽবতারঃ স্যাৎ, তং শৃণু ইত্যর্থঃ। তং পরিচারয়তি কৃষ্ণবর্ণমিতি "শুক্লো-রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত" ইতি গর্গবাক্যাৎ, ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণো যো গৌরস্তং সুমেধসো যজন্তি ইতি অন্বয়ঃ ত্বিষা কৃষ্ণমিত্যনেন তস্য স্বরূপতঃ কৃষ্ণত্বং আগতং ইদানীং স্বরূপমেব ব্যঞ্জয়তি, কৃষ্ণবর্ণমিতি বর্ণ

শব্দস্য ভেদবাচিত্বাদ্রূপবাচিত্বাচ্চ কৃষ্ণস্য ভেদঃ প্রকাশঃ সদৃশো বা তমিত্যর্থঃ। সাদৃশ্যন্তু স্বরূপতোঽভেদেপি, বর্ণভেদেন ভেদাভাসাবগমাৎ। যথা নীল-নলিনমিব রক্তনলিনমিতি বর্ণভেদেপি, সাদৃশ্যং বস্ত্বৈক্যঞ্চ যথা—একাদশী মধিকৃত্য তত্ত্বসাগরে ;—

যথা শুক্লা তথাকৃষ্ণা যথা কৃষ্ণা তথেতরা।
তুল্যেতমন্যুতে যস্তু সবৈ বৈষ্ণব উচ্যতে॥ ইতি,

এবং শুক্লকৃষ্ণবর্ণভেদেন যথা তুলস্য নভেদ ইতি, অঙ্গেতি শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতৌ, উপাঙ্গেতি শ্রীবাসপণ্ডিতাদয়ঃ, শস্ত্রাণি অবিদ্যাবনছেতৃত্বাৎ তৎ সমানানি ভগবন্নামানি, পার্ষদাঃ শ্রীগদাধরঃ গোবিন্দাদয়ঃ তৈঃ সহিতমিতি যদ্বা অস্ত্রাণীবপঞ্চপর্ব্ববিদ্যাসম্বলিতং কলিবনং ছেত্তুং শক্তাঃ পার্ষদা যস্য সঃ সাঙ্গোপাঙ্গাশ্চাসৌ অস্ত্রপার্ষদাশ্চেতি তং অন্যৎ সমানং

অস্য স্তুতিমাহ ধ্যেয়মিতি—

ধ্যেয়ং সদাপরিভবঘ্ন মভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃর্ত্তার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥ ইতি,

অস্যার্থ,—

“মহান্ প্রভুর্বৈপুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তক” ইতি শ্রুতেঃ। হে মহাপুরুষ হে শচীনন্দন। হে প্রণতপাল! তে তব চরণারবিন্দং বন্দে ইত্যন্বয়ঃ।

টীকা :—

কথম্ভূতং ধ্যেয়ং ধ্যাতুং যোগ্যং সদেতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। ধ্যেয়ত্বে হেতবঃ। ইন্দ্রিয়কুটুম্বাদিভির্যঃ পরিভবঃ তিরস্কারস্তং হন্তীতি, তথাত্বং কিঞ্চ অভীষ্টদোহং মনোরথ পূরকম্; কিঞ্চ তীর্থাস্পদং গঙ্গাদ্যাশ্রয়ত্বে পরমপাবনং শিববিরিঞ্চিভ্যাং নুতং স্তুতং নন্বু তৌ কৃতার্থাবেব, কিমর্থ

কৃতার্থাবেব কিমর্থং তাভ্যাং নুতং তত্রাহ শরণ্যং আশ্রয়ণাযোগ্যং সুখাত্মক মিত্যর্থঃ তর্হি ব্রহ্মাদিভিরজ্ঞাতং তত্ত্বং কথং প্রাকৃতস্য গোচরঃ স্যান্ন ভৃত্যার্ত্তিহং যস্য কস্যাপি ভৃত্যমাত্রস্য আর্ত্তিহন্তা, নকেবলং আগন্তুকার্ত্তিমাত্রং হন্তি। কিন্তু ভবাব্ধিপোতং সংসারার্ণবতারকঞ্চ ইতি যদ্বা—

"আর্ত্তোজিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।
চতুর্ব্বিধা ভজন্তেমাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।"

ইতি ভগবদ্বাক্যানুসারেণ চতুর্ণামেবতচ্চরণমুপাস্যমিত্যাহ, ধ্যেয়মিতি তত্র ভৃত্যার্ত্তিহমিত্যনেন আর্ত্তানাং ভবাব্ধিপোতমিত্যনেনার্থার্থিনাং পরিভবঘ্নমিতি ত্রয়েণ চতুস্তত্তদর্থং জিজ্ঞাসূনাং শিববিরিঞ্চিনুতমিত্যনেন জ্ঞানিনামুপাস্য মিত্যর্থঃ।

তত্র শরণ্যমিতি চতুর্ষু সম্বধ্যতে সুখাত্মকত্বেনাশ্রয়ণযোগ্যত্বাদিত্যর্থ।২।

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ ইত্যাদি, প্রাচীন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবে ষড়্ভুজস্মরণে শ্রীরামচন্দ্রস্যাপি তত্রপ্রবেশাবগমাৎ, তস্য মুখ্যগুণং স্মৃত্বাহ ত্যক্ত্বেতি প্রথমার্দ্ধেন যদিতি যঃ ইত্যর্থঃ অত্র স্বামিব্যাখ্যা দৃশ্যা—

স্বস্যৈবকৃত্বা তদর্থয়ন্নাহ পরার্দ্ধেন হে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং বন্দে। তত্র দয়ালুতামাহ কস্মিন্নপি অবতারে সন্ন্যাসাশ্রমস্যানঙ্গীকারাৎ খেদাতুরং তং প্রতি যোভবান্ দয়িতয়া, দয়ালুতয়া ঈপ্সিতং সন্ন্যাসাশ্রমং অনু লক্ষীকৃত্য মায়ামৃগং মায়াজ্ঞানং মৃগ্যতে যাচ্যতে যত্র তং কেশবভারতী সংন্যাসিনমধাব দিত্যর্থঃ।

যদ্বা তস্য ভক্তিশিক্ষণপ্রকারমাহ মায়ামৃগং ইতি দয়িতয়া প্রাধান্যাৎ শ্রীরাধয়া ঈপ্সিতং শ্রীবৃন্দাবনং লোকশিক্ষার্থং যোঽন্বধাবৎ গতবান্ তৎকথম্ভূতং মায়ামৃগং মৃগ্যতে অন্বিষ্যতে যঃ স মৃগঃ, নমৃগ অমৃগ মায়ায়া অমৃগো মায়মৃগঃ, তস্যা অগোচরমিত্যর্থঃ। যদ্বা মায়াবমূলং জ্ঞানমিতি, নির্ঘণ্টুকোষাৎ মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চেতি, কোষাচ্চ মায়া ভগবতোজ্ঞানং কৃপা বা মৃগ্যতে,

যত্রেতি তৎপরমফলপ্রদমিত্যর্থঃ। পদ্যদ্বয়ে মহাপুরুষস্যেতি সম্বোধনেন এক-স্যৈব স্তুতিরিয়ং গম্যতে। এবং স্থিতে তৎ প্রকরণে শ্রীরামচন্দ্রস্য নাম পূজা-দ্যনুদ্ঘাটনাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য পদ্যোক্ত ধর্ম্মাচরণাভাবাচ্চ।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র এব পর্য্যবস্যতিত্যেব ধ্যেয়ং এতৎপক্ষে ব্যাখ্যান্তরঞ্চ শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন গোস্বামিপ্রভু-রচিত-সংশয়-সাতন্যাং বিবৃতমস্তি এবং বৃহদ্গৌতমীয়ে শ্রীগৌরগোপালদেবস্য ষড়ক্ষরাত্মকদীক্ষামন্ত্রোঽপ্যস্তি। উর্দ্ধাম্নায় সংহিতায়াং যথা :—

ফাল্গুনস্য পৌর্ণমাস্যাং ফাল্গুনী ঋষয়োগতঃ।
জনিষ্যে গৌররূপেণ শচীগর্ভে পুরন্দরাৎ॥
বৈবস্বতান্তরে ব্রহ্মণ্ গঙ্গাতীরে স্বপণ্যতে।
হরিনাম তদা দত্বা চাণ্ডালান হড্ডিপাংস্তথা॥
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শতশোঽথসহস্রশঃ।
উদ্ধরিষ্যাম্যহং তত্র তপ্তস্বর্ণকলেবরঃ॥
সন্ন্যাসঞ্চ করিষ্যামি কাঞ্চনগ্রামমাশ্রিতঃ।
মাং যজন্তি নরাঃ সর্ব্বে মুক্তিভাজো নসংশয়ঃ॥
বহবোমানবা ভক্ত্যা মাং সমাশ্রিত্য ভূতলে।
খ্যাতিং যাস্যন্তিতাল্লোকাঃ পূজয়িষ্যান্তিতে যথেতি॥"

পরত্রচ শ্রীবাস-প্রশ্ন :—

"কেন মন্ত্রেন ভগবান্ গৌরাঙ্গঃ পরিপূজিতঃ।
সুখাবহঃ স্যাৎ লোকানাং তন্মে ব্রুহি মহামুনে॥"

ততঃ—শ্রীনারদেন ষড়ক্ষরেণ দশাক্ষরশ্চ তস্য মন্ত্রদ্বয় মুপদিষ্টং ধ্যানঞ্চেতি।

অতোঽসাবুপাসনা বিহিতৈবাস্তে অতএব সর্ব্বৈঃ সুমেধোভিরাদরং স্বীক্রিয়তে। উপাসনাতু সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়া পূজাবিধিরিতি ব্যাখ্যাতা কিঞ্চ—

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" ইতি ন্যায়েন অবিগীতশিষ্টাচারাণাং বেদানু-মাপকত্বাৎ আচারপ্রাপ্ততয়াপ্যস্যা বেদবিহিতত্বং সিদ্ধম্।

পন্থা,—বেদোক্তধর্ম্মঃ অত্রাবিগীতাশিষ্টাস্তু, পরমবিদ্বচ্ছিরোমুনয়ঃ শ্রীসার্ব্ব-ভৌমভট্টাচার্য্যপ্রভৃতয়ঃ তত্র শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যস্য কালেনষ্টমিত্যাদিনা শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বত্যাঃ "অনুপাসিতচৈতন্যমধন্যং মন্যতে জগদিত্যা" দিনা শ্রীসনাতন গোস্বামিনঃ হরিভক্তি বিলাসে,—

"ব্রহ্মাদিশক্তিপ্রদমীশ্বরং তং
দাতুং সভক্তিং কৃপয়াবতীর্ণং।
চৈতন্যদেবং শরণং প্রপদ্যে
যস্য প্রসাদাৎ স্ববশেহর্থ-সিদ্ধিঃ।
বন্দেহনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যং মহাপ্রভুং।
নীচোহপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাৎ সদাচারপ্রবর্ত্তকঃ॥

ইত্যাদিনা শ্রীরূপগোস্বামিনঃ বিদগ্ধমাধবে ঃ—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতু মুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।

স্তবমালাধৃতাষ্টক ত্রয়েণাপি। শ্রীজীব গোস্বামিনঃ ভগবৎসন্দর্ভে ঃ—

"অন্তঃকৃষ্ণবহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥"

ক্রম সন্দর্ভে "কৃষ্ণবর্ণ"মিতি পদ্য ব্যাখ্যানেন চ এবং তত্তদ্‌গ্রন্থে শ্রীগোপাল ভট্ট শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিনামপি শ্রীকবিকর্ণপুরস্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতকাব্যে গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াঞ্চ। শ্রীবৃন্দাবনদাসস্য

চৈতন্যভাগবতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজস্য চৈতন্যচরিতামৃতে চ গোবিন্দভাষ্যকৃতঃ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণস্য ঃ—

"ভক্ত্যাভাসেনাপিতোষং দধানে
ধর্ম্মাধ্যক্ষে বিশ্বনিস্তারনাম্নি।
নিত্যানন্দাদ্বৈত-চৈতন্যরূপে
তত্ত্বে তস্মিন্ নিত্যমাস্তাং মতির্নঃ॥"

ইত্যাদিনা, এতা খলু মহামহোপাধ্যায়া যেষাং রচিতা গ্রন্থা অপি, পণ্ডিতবর্গৈ র্যত্নেনৈব ব্যাখ্যায়ন্তে শ্রীগৌরচন্দ্রস্য ভগবত্ত্বং বিনা কিমিত্যুপাসনাং বিদধুঃ নহি শ্রীগৌরঃ সার্ব্বভৌমাধিপত্যং প্রাপ, যেন সর্ব্বে বশীভূয়, তদুপাসনাং কৃতবন্তঃ। কিন্তু সন্ন্যাসিনমপি তং ভগবদ্রূপেণ জ্ঞাত্বা তস্মাৎ সুদুর্লভং প্রেমধনং প্রাপ্য কৃতার্থীভূয় তমুপাসয়াঞ্চক্রুরন্যান্ শিক্ষয়ামাসুশ্চ। অতস্তস্য ভগবত্ত্বাৎ তদুপাসনাপি বেদবোধিতৈবালমতি বিস্তরেণ॥ প্রকৃতমনুসরাম অর্থাপত্তিরপি তত্র পর্য্যাপ্তা,

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতিঙ্গনা।"

ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্তেশ্চেষ্টারহিতস্য তস্য ভগবত্ত্বং তত্রৈশ্বরতাং কল্পয়িত্বা সাধ্যতে কল্পনমাত্রজ্ঞাপনম্।

অনুপলব্ধি প্রমাণমপি ভগবতি গৌরে বৈষম্যানুলব্ধ্যা বৈষম্যাভাবো গৃহ্যতে, যত ঈশ্বরতনাবেব বৈষম্যাদ্যভাবঃ শ্রুয়তে। যথা বৈষ্ণবতন্ত্রে,—

"অষ্টাদশ মহাদোষৈরহিতা ভগবত্তনুঃ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সত্যবিজ্ঞানানন্দরূপিণী॥"

অষ্টাদশ মহাদোষা বিষ্ণুযামলে ঃ—

"মোহস্তন্দ্রাভ্রমোরূক্ষরসতা কামউল্বণঃ।
লোলতামদমাৎসর্য্যে হিংসাখেদ পরিশ্রমৌ॥

অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কাবিশ্ববিভ্রমঃ।
বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টৌদিতা ইতি॥

এবং মোহাদ্যভাবাদিঃ এবং সম্ভব প্রমাণমপি। অবতারেষু শ্রীগৌরাবতারঃ সম্ভবতি।

"অবতারাহ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যা সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥"

ইতি শ্রীভাগবতাৎ। এবমৈতিহ্য প্রমাণমপি। ইহ নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণো গৌররূপেণাবতারং কৃতবানিতি। সভ্যজনা অধুনাপি কথয়ন্তীতি। অত ইত্যাষ্টপ্রমাণসিদ্ধেঃ ভগবতি শ্রীগৌরে অন্যবুদ্ধিসঞ্জনং শ্রীগুরৌ মনুষ্যবুদ্ধি-বদক্ষয়দোষাবহমিতি।

"অপ্রকাশ্যতয়া যস্য যদ্ব্যাসেন ন বিস্তৃতম্।
ময়া তৎ বিস্তৃতং তত্ত্বং ক্ষম্যতাং শ্রীশচীসুতঃ।
যথা পূর্ণনিশানাথে হস্তেনাচ্ছাদ্যতে কচিৎ।
তথা গৌরস্যেশ্বরতা নাচ্ছাদ্যাহ্যসদুক্তিভিঃ॥

ইতি শ্রীভগবন্নিত্যানন্দ বংশাবতংশ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহনগোস্বামি তনয় শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামি কলিতং শ্রীগৌরচন্দ্রতত্ত্বং সম্পূর্ণম্॥

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব বেদেরও অগম্য। এই নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকটনের প্রয়াস ই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। ভক্তহৃদয়ে শ্রীগৌরতত্ত্বের স্বতঃই প্রকাশ হইয়া াকে। প্রবন্ধে বা গ্রন্থে উহা প্রকাশিত হইবার নহে। তবে আমার পরম নহভাজন শ্রীমান্ রাধিকাপ্রসাদ শেঠ ও শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র শেঠ প্রভৃতি নিষ্ঠাবান্ গৌরভক্তগণের অভিপ্রায় অনুসারে এই পুস্তিকাখানি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণ-স্মরণে প্রকাশিত হইল। ইহার পয়ার অংশ এ ীনেরই লিখিত। গদ্য প্রবন্ধগুলি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রবন্ধ ইতে সঙ্কলিত। ভরসা করি নিরপেক্ষ পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া ্তৃপ্তিলাভ করিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নিষ্কামভক্তগণের প্রাণের ঠাকুর। তাঁহার আরাধনায় কামনাময় ব্রতবিধানের প্রয়োজন না থাকায় শাস্ত্রে গৌর- ্রতবিধানবাহুল্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ভগবদাবির্ভাব-তিথির সম্মানরক্ষার ্কান্তকর্ত্তব্যতা জন্য গৌরপূর্ণিমাব্রত সকলেরই পাল্য, সুতরাং এইটী ব্রতের ধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্রত। ইহাও প্রকাশ থাকে যে এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার সেবাকার্য্যেই ব্যয়িত হইবে।

বিনয়াবনত—

শ্রীরজনীকান্ত শেঠ।